540

গাথা

দীপ-নির্ব্বাণ-রচয়িত্রী-প্রণীত

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৭ সাল।

উপহার।

ছোট ভাইটি আমার,
যতনের গাথা হার কাহারে পরাব আর ?
স্নেহের রবিটি, তোরে আয়রে পরাই,
যেন রে খেলার ভুলে ছিঁড়িয়ে ফেলোনা খুলে,
দুরন্ত ভাইটি তুই—তাইতে ডরাই।

সাশ্রু সম্প্রদান।

প্রভাত পরশে হাসিছে হরষে
কুসুম-কানন খানি,
মৃদুল মৃদুল মলয়ের বায়ে
কাঁপিছে সরসী রাণী।

জলেতে রাখিয়ে রাঙ্গা পা দু'খানি
নলিনী, নলিনী-মেয়ে,
ঢল ঢল ঢল দুলিছে কমল,
দেখিছে তাহাই চেয়ে।

হোথায় অদূরে যুবক একটি
কাননে তুলিছে ফুল,
মল্লিকা তুলিছে মালতী ভাবিয়া,
এমনি মনের ভুল।

তুলিবারে গিয়া কামিনী কুসুম
ফেলিছে নিশাস তায়,
সে ঘায়ে অমনি খসে দল গুলি—
চমক ভাঙ্গিয়া যায়।

তুলিতে চামেলী পাতার উপরে
ফুঁ দেয় ভ্রমর বলি ;
কে জানে কোথায় মনটি তাহার,
পাতায় ভাবিছে অলি।

মাধবী লতাটী ফুলে ফুলে ভরা,
খুজে না একটি পায়,
বারে বারে শুধু সরসীর পানে
ফিরিয়ে ফিরিয়ে চায়।

গোলাপ তুলিতে, কাঁটায় হাতটি
বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে যায়,
বারে বারে তবু সরসীর পানে
ফিরিয়ে ফিরিয়ে চায়।

হোলো অবশেষে ফুল তোলা তার
আসিয়ে সরসী তীরে,
সোপান উপরে নলিনীর কাছে
রাখিল কুসুম ধীরে।

বারেক তাকায়ে দেখি যুবকেরে,
বারেক কুসুমে হেরে;
আবার নলিনী নলিনী-নয়ন
রাখিল নলিনী পরে।

বালিকা চাহিয়ে নলিনীর পানে,
যুবক হেরিছে তাই,
মোহময় প্রাণ, অবশ হৃদয়,
নয়নে পলক নাই।

মৃদুল সমীরে চলিয়ে চলিয়ে
চপল অলক রাশি
চুমিছে কেমন বালার কপোল,
অজিত দেখিছে হাসি।

ফুটন্ত গোলাপ লাল দুটি গাল
মধুপ অলক তায়;
মরি কি সেজেছে মধুর মধুর,
আঁখি কি ফিরান যায়?

কেমন–কেমন কি একটি ভাবে
শোভিত ও-আঁখি দু'টি,
মানস সরসে সোনার নলিনী
থাকে কি অমন ফুটি?

দেখি দেখি যুবা অনিমেষ চোখে
লইয়ে একটি ফুলে—
বালার কুন্তলে দিল পরাইয়ে
যেন, রে, আপনা ভুলে।

অমনি সে বালা তুলি আঁখি দু'টি,
একটু বিষাদে হেসে
বলিল,—"অজিত, ফুল-আভরণ
সাজে কি আমার কেশে ?"

তুলি সে ফেলিল মাথা হতে ফুল,
যুবক পাইল ব্যথা,—
না দেখি তা' বালা দেখে শতদল
আনত করিয়ে মাথা।

আহাহা ! যুবক হইলে নলিনী
থাকিত সরসে ভেসে,
অমনি সোহাগে দেখিত বালিকা,
অমনি ভালই বেসে।

জলেতে নামিয়ে অধীর যুবক,
কি জানি কি ভাব ভরে,
তুলিয়ে ফুলটি, না ভাঙ্গিতে মোহ
সঁপিল বালার করে।

নিল সে হরষে দেখিয়ে যুবক
বলিল, হরষ-হৃদি—
"বলিলে না কেন তুলিতাম আগে,
এতই সাধের যদি ?"

হাসিয়ে একটু চুমি সে কমলে
বলিল নলিনী বালা,—
"ভাল বাসি ইহা ছেলেবেলা হ'তে
ছিল এ বালিকা-খেলা।"

—শুনিয়ে ভাতিল যুবকের মুখে
ঈষৎ হাসির ধার,
কি যেন একটি আশার-আভাস
দেখা দিল হৃদে তার।

দুরু-দুরু হিয়া, সুধাতে বাসনা
কি আর একটি কথা,
ফুটে ফুটে তবু ফুটিছে না মুখ
অথচ হৃদয়ে গাঁথা;

কি শুনিতে সাধ, তবুও কেমন
ভয়ে না ফুটিছে মুখ;
থাকিতে অথচ পারিছে না যেন,
উথলি উঠিছে বুক।

আশ্বাসি মরমে, ভয়ে ভয়ে ভয়ে
বলিল যুবক পরে;—
"বল, গো নলিনি, আর একটি কথা,
ভাল কি বাসগো মোরে?"

"ভাল কি বাসিনা, ও কেমন কথা,
ভাল কি বাসিনা আর ?—"
থেকে থেকে থেকে বলিল নলিনী
মুখেতে ভাবনা তার।

"ভাল বাসি কি না ?"—ও কেমন সুরে
বলিল বালা ও কথা,
কেন গো উহাতে পাগল হৃদয়ে
বাজিল দারুণ ব্যথা ?

যা শুনিতে সাধ তাই তো শুনিনু
জুড়াল না কেন হিয়া ?
প্রতিধ্বনি কেন বহিয়া না গেল
প্রাণের ভিতর দিয়া ?

ভাবের তরঙ্গ কই ও-কথায়,
জীবন উহাতে কই ?
তবে ও কেবল কথার কথা কি,
নয় কিছু তাহা বই ?

তবে কি, তবে কি, হৃদয়-প্রতিমা
বাসে না আমায় ভাল ?
দায়ে পড়া মত লজ্জার খাতিরে
ও-কথা বলিয়ে গেল ?"

আঘাত পাইয়ে মরমে তাহার
বলিল যুবক পুন—
"তোমারি হাতেতে জীবন মরণ
শুনলো, নলিনি, শুন ;

যে দিন হইতে দেখেছি তোমায়
হয়েছি পাগল প্রায়,
সে দিন হইতে প্রেমের তুফান
হৃদয়ে উথলি যায়।

পিতামাতা তব বিবাহে সম্মত,
তাহাতে নাহিক ডর,
সুখ মোর, বালা, নাই আর কোন,
তুমি না হইলে পর।"

কি উত্তর দিবে বাধে যেন কথা
কি বলিবে বালা তায়,
জানে যে বালিকা ভাঙ্গিবে তা'হ'লে
যুবার হৃদয়, হায় !

নব-বিকশিত নব-অনুরাগ,
নতুন এ প্রেম তার,
অশিক্ষিত হৃদি শিখেছে নতুন
জানেনা কিছুই আর।

কেমনে কেমনে ভাঙ্গিবে ও-হিয়া
বলিয়ে মনের কথা ?
কিন্তু তবু, হায় ! বলিতে হইবে
ঘুচাবার নহে ব্যথা ।

বলিল বালিকা থেমে থেমে যেন—
"কোরনা বিবাহ আশা;
যদিও তোমায় ভালবাসি আমি
বোনের সে ভালবাসা ।"

একটি কথাতে বাসনা-কামনা
আশা-সুখ-সাধ যত,
মন হ'তে গেল ঘুচিয়া যুবার,
রহিল মৃতের মত ।

একটি যে আলো যতনে জ্বালিয়ে
রেখেছিল হৃদিমাঝ,
ভীষণ আঁধারে ফেলিয়া তাহারে
নিভিল সেইটি আজ ।

আঁখি হতে জল পড়ে পড়ে তবু
না বহিতে দিয়া ধারা,
নিরাশার বলে বল আনি পুন
বলিল পাগল পারা ;—

„থাক্, থাক্, সখি, বলোনা ও কথা
শুনিতে চাহি না আর,
আপন মরণ আদেশ শুনিতে
বল গো বাসনা কার ?

নাহি যদি ভাল বাস, গো নলিনি,
বোলো না সে কথা মোরে,
কিবা ফল, বল, জাগায়ে তাহারে
সুখী যে স্বপন ঘোরে।

স্বপনই যে লো জীবন আমার
স্বপনেই ভর করি,
জাননা কি, সখি, জাননা কি, সখি,
পরাণ রয়েছি ধরি ?

না, না, বল, বল, যা বাসনা মনে,
নিঠুর বালিকা ওরে,
ভাঙ্গি এই হিয়া হও যদি সুখী
বারণ করি না তোরে।

নাহি চাহি আর ভালবাসা তব,
নাহি কোন আশা আর,
নীরবে বাসিব ভাল—এই শুধু
দেও মোরে অধিকার।

দাও অধিকার এইটুকু শুধু
ভালবাসি হৃদি ভোরে,
তাহাতেই যদি সুখী থাকি, বালা,
তাতে কি বাজিবে তোরে ?"

দেখিয়ে যুবকে দারুণ আকুল
বালারো বাজিল তা'তে,
মুছি বিন্দু অশ্রু বলিল নলিনী
হাতটি রাখিয়া হাতে,—

"একটি শৈশব সখারে আমার
বরণ করেছি মনে,
গিয়াছে বিদেশে, আসে যদি হবে
বিবাহ তাহারি সনে ;

কিন্তু এই হাতে হাত রাখি তব
বলিনু শপথ করে,—
সখা বলি হৃদে রাখিব তোমারে
বাঁচিব যদিন তরে।"

* * * * *

না ফুরাতে কথা কে ছবিটি ঐ
সম্মুখে উদয় হইল তার ?

"প্রাণেশ আমার"—বারেক বলিয়ে
নারিল কহিতে নলিনী আর।

নীরব বালিকা হরষে-বিভল,
সচেতন তবু নাহিক জ্ঞান,
অত সুখ-রাশি সহিবে কেমনে
কাঁদিল সে ভারে আকুল প্রাণ।

অজিত বুঝিল কে যুবাটি ওই,
কা'রে দেখি বালা বিহ্বল-মন,
পারিল না আর দাঁড়ায়ে দেখিতে—
কেমনে তা'দেখে তাড়িত জন?

নিঃশব্দে সে চলি গেল সেথা হতে
প্রণয়ি-যুগলে রাখিয়া একা,
বালিকা তখন উঠি জল হ'তে
আসিয়ে দাঁড়াল যেথায় সখা।

কিন্তু এ কি হায়! হরিষে বিষাদ
কেন সে যুবার মু'খানি ম্লান?
কত দিন পরে মিলন দু'জনে
কই সুখে তার উথলে প্রাণ?

দারুণ বাজিল নলিনীর বুকে
অভিমানে বালা দুখের ভরে

নীরবে রহিল, যুবক তখন
বলিল সুধীরে বিষাদ-স্বরে—

"এই তো মিলন, সখি, হইল আবার
এই সেই বন স্থল, এই সে অশোক তল,
এই সে পাপিয়া ঢালে অমৃতের ধার।

এই তো মলয় বায় মৃদুল বহিয়ে যায়
দোলাইয়ে দুল-দুল অলক তোমার।
এই সে সরসী মাঝে প্রফুল্ল নলিনী সাজে,
এই সেই থেকে থেকে ভ্রমর ঝঙ্কার;

এই সব এই সব, সখি ওলো, সেই সব
সেই সব, চপলে লো, বলনা আবার,
কই সে এলান কেশ, সেই পাগলিনী বেশ,
প্রেমের স্বপনময়ী ছায়া সে তোমার?

কই সেই অশ্রুময় ঢুলু ঢুলু আঁখিদ্বয়
থেকে থেকে জ্বলে ওঠে জ্বলন্ত সোহাগে?
কই সে অবশ বাণী, কই সেই মুখ খানি
শুকানো অথচ দীপ্ত দীপ্ত অনুরাগে?

আর তো তেমন করে, তেমন সোহাগ ভরে,
হাসিতে নয়ন দুটি নাহি উথলায়
আর তো তেমন করে সে মধুর ভাব ভরে
কহিছনা কত কথা নীরব ভাষায়।

দু'দিনেই, সখি, কি লো! সকলি সে ফুরাইলো-
শুনিছি আবার হবে বিবাহ তোমার,
বুঝেছি যুবক ওই তোমার প্রণয়ী, সই,
থাক সুখে, প্রবাসেতে চলিনু আবার।"

বালার নয়নে উথলিল জল,
"একি অবিশ্বাস—একি রে কথা?
যার লাগি সব দিনু বিসর্জ্জন
সেই দোষে পুন—সে দেয় ব্যথা!

যে মূরতিখানি ধ্যান করে শুধু
কেঁদেই জনম কাটিয়ে গেল,
সেই অশ্রু আজো ঘুচিল না, হায়!
দয়া করে নাথ যদি বা এল।"

উত্তর কি দিবে, কি আর বলিবে?
নীরব বালিকা মনের দুখে,
যুবক আবার বলিল তখন,—
কত কথা তার উথলে বুকে—

"নতুন প্রেমের ভোরে আছিলে মোহের ঘোরে,
কাঁদানু আসিয়ে আমি, হায়!
আমাকে দেখিয়ে তব হৃদয়-প্রণয়ী নব
চলি গেল ফেলিয়ে তোমায়।

২

সোহাগে"প্রাণেশ"বলি ডাকিলে,সেগেল চলি,
আমিই সাধিনু সুখে বাদ—
আমিই ঘটানু তব হরিষে বিষাদ।

যাও গো থেকো না কাছে,সে বেদনা পায় পাছে-
বিরহ বেদনা পাছে বাজে ;
উঠুক হিমাদ্রি শৃঙ্গ আমাদের মাঝে।

ভাল যে বাসিতে মোরে,ভুলে যাও একেবারে,
ভুলে যাও প্রিয় সম্বোধন,
কর জনমের শোধ, করিতেছি অনুরোধ,
সে প্রেমের ব্রত উদ্যাপন।

হৃদয়ের ধন লয়ে নব সুখে সুখী হয়ে
থাক, নাহি বাধা দিব তায়,
চলিনু জন্মের মত, আর দেখা হবে না ত
অভাগার শেষ এ বিদায়।"

যায় যায় যুবা তেয়াগি তাহারে
আর সে পারে না, ফুটিল বাণী,
বলিল,—"যেয়োনা, হৃদয়ের ধন,
তোমা ছাড়া কারে নাহি যে জানি।"

"তোম ছাড়া কা'রে নাহি আর জানি
অথচ দু'দিনে হইবে বিয়ে!"—
হাসির একটু রেখার মতন
গেল যুবকের অধর দিয়ে।

"বিশ্বাস আমারে করিল না, হায়!
হাসিল, নিঠুর ঘৃণার হাসি?"
আলোড়িত হৃদে নতশিরে বালা
বলিল নয়ন-সলিলে ভাসি,—

"দেখিয়ে এ অশ্রুরাশি হেসোনা ঘৃণার হাসি,
মাথা খাও দুখিনীর,—হেসোনা ও হাসি,
যদি মুহূর্ত্তেরি তরে ভাল বেসে থাক মোরে,
তাহারি, তাহারি দিব্য হেসোনা ও-হাসি।

তুমিই তো সাক্ষী, সখে, তুমিতো দেখেছ চোখে
কত যে ঝটিকা ঝঞ্ঝা সহেছি কি ক'রে,
কিন্তু ও-ঘৃণার হাসি—জ্বলন্ত গরল রাশি—
ছুটিছে অসহ্য বেগে মরম ভিতরে?

আমারে ভুলিয়ে গিয়ে ছিলে যে নিশ্চিন্ত হয়ে
—তাওতো সহিয়ে আছে এ হৃদি-পাষাণ,
কিন্তু অবিশ্বাস তব, হায়! কি করিয়ে স'ব
ভাবিতে পারিনা আর বিদরে পরাণ।

"পাতিয়ে দিতেছি হৃদি, বাসনা থাকে, গো, যদি
মার মার ছুরি তাহে, দেখ কত সয়,
কর ইচ্ছা যা তোমার, কিন্তু গো ভেবনা আর
ছলনার অশ্রু এ যে, মরমের নয়।

তাও ভাল ছিল, সখে, স্মৃতির আলেখ্য থেকে
মুছিতে হে দুখিনীর নাম চিহ্ন যদি,
কিন্তু যে ঘৃণার সনে এ নাম পড়িবে মনে—
উঃ! কি জলন্ত দাহে জ্বলে ওঠে হৃদি।"

শেষ করি কথা করুণ-দৃষ্টিতে
আনত মুখানি তুলিল ধীরে,
কিন্তু, হায়! কই, যুবক কোথায়?
গেছে চলি সে কি আসিবে ফিরে?

---

(২)

কত মাস বর্ষ কত এসেছে, হয়েছে গত,
কতই ঘটনা গেছে মানুষে দলিয়া;
আজি এ সাগর-তীরে মহেশের মন্দিরে
কে রূপসী সন্ন্যাসিনী ধ্যানেতে বসিয়া?

নিরিবিলি এ প্রদেশ, নাহি হেথা দ্বেষাদ্বেষ,
উল্লাস সুখের হাসি হেথা না সঞ্চরে,
বাহিরে বিনয় ছটা, অন্তরে গরল ঘটা,
মানুষ-রাক্ষস হেথা নাহিক বিচরে।

বিশাল তমাল তাল বিছায়ে বিমানে ডাল
আটকি রেখেছে হেথা শশাঙ্ক তপন;
নাহি যেন শব্দ-লেশ, গভীর নিস্তব্ধ দেশ,
ভীষণ গম্ভীর যেন শ্মশান মতন।

কেবল বায়ুর স্বনে মর্ম্মরিছে বৃক্ষগণে,
গরজিয়া সিন্ধু-বুকে খেলিছে তুফান;
দিগন্তের সীমাঢাকি নিবিড় নীলিমা মাখি
অনন্তে অসীম সিন্ধু ঢেলেছে পরাণ।

হেথায়, মন্দির মাঝে, যৌবনে যোগিনী সাজে
শিবের সমুখে বালা উমার সমান,
বদ্ধ কর দুটি যেন শোভে পদ্মকলি হেন,
মুদিত রয়েছে দু'টি নলিনী-নয়ান।

ধেয়ায় মুদিয়ে আঁখি,—কাহার মূরতি দেখি
প্রতিক্ষণে উঠিতেছে চমকি যেমন?
সংযত করিয়ে মনে, আবার বসিছে ধ্যানে
তবু না মিলায় ছবি দেয় দরশন।

সহসা স্তিমিত অঙ্গ, সহসা সে ধ্যান ভঙ্গ
কে গাহিছে সেই স্বরে হেথায় বিজনে ?
নিরাশ ভগন স্বর উঠিছে গগন পর
আবার গগনে পুন মিশাইছে ক্ষণে ;—

"চেয়ে আছি কবে হইবে সে দিন
স্থখ দুখ সব ফেলিয়ে ধুয়ে,
মরণের শান্ত শীতল কোলেতে
বিরাম লভিব মাথাটি থুয়ে।

ভাঙ্গিবে না কভু যে গভীর ঘুম
ফেলিতে কেবল যাতনা-শ্বাস,
পারিবে না কভু ভাঙ্গিতে যে মোহ
ধরার বিকট পিশাচী হাস।

দেখিতে দেখিতে পলকে পলকে
একটি একটি একটি করি,
ছেলেবেলাকার স্থখের স্বপন
সকলি তো এই পড়িল ঝরি।

এ জীবন ফুল পড়িল শুকায়ে
ফুটিতে ফুটিতে ফুটিল না!
যত কিছু আশা ছিল এ হৃদয়ে
একটিও তার মিটিল না।

শিথিল হয়েছে দেহের বাঁধুনি,
ভুলিছে বহিতে শোণিত ধার,
ফুরায়ে এসেছে নয়নের জল,
এক ফোটা নাহি ফেলিতে আর।

নিভিল না তবু সে পুরাণ স্মৃতি
কত দিন আর এমন করি,
পুষিয়া রাখিব এচিতা-অনল
মরমের এই শ্মশান ভরি ?

সে সুখের দিন আসিবে, রে, কবে
যে দিন অভাগা জনম-দুখী
মরণের শান্ত, শীতল কোলেতে
ঘুমায়ে পড়িবে মাথাটি রাখি ?”

ফুরালো বালার ধ্যান, সব শক্তি অবসান,
আবার পুরাণো স্মৃতি করিল দংশন,
আবার নিঝর পারা ছুটিল সলিল ধারা,
বৃথাই হইল তার সন্ন্যাসিনী পণ।

দেখিতে দেখিতে,শেষে,কে হেথা দাঁড়াল এসে?
নয়নে নয়নে ওই হোলে সম্মিলন,

"নলিনী, নলিনী হেথা"?—আরনা ফুটিল কথা
দোঁহারে দেখিয়া দোঁহে যেন অচেতন !

(৩)

বিজন একটি বনের মাঝারে
কালের কালিমা মাখিয়ে গায়,
দাঁড়ায়ে একটি কালিকা মন্দির
অনিত্যের স্থির প্রতিমা প্রায়।

ভেঙ্গে গেছে তার শিখর প্রদেশ
ঝর ঝর ইট পড়িছে খসি,
বট অশথের গভীর শিকড়
রহেছে তাহার মরমে পশি।

ভিতরে কালিকা—করাল মূরতি,
সিঁদুরে কপাল ঢেকেছে তাঁর,
চন্দন চর্চ্চিত ভীষণ কৃপাণ,
গলায় দুলিছে জবার হার।

আঁধার সে বনে মন্দির মাঝারে
নিভ'-নিভ' এক প্রদীপ জ্বলে,

লক্ষ্য করি তায় যুবক যুবতী
বহু দূর হতে আসিছে চল্যে।

বহু পথ হাঁটি, বহু শ্রম করি,
বহু সাধ আশা করিয়া মনে
শ্রান্তি ক্লান্তিময় নলিনী ও যুবা
পশিল সেই সে গভীর বনে।

যোগিনীর সাজ ফেলেছে খুলিয়ে
কুসুমে সাজান নলিনী কায়,
তবুও এখনো বিভূতির চিনা
মাঝে মাঝে দেখা দিতেছে তায়।

জটিল কেশেতে বেঁধেছে কবরী
তাহাতে শোভিছে কুসুম কুল।
যোগিনী সেজেছে কুলের রমনী—
শ্মশানে যেন, রে, ফুটেছে ফুল।

পশিল দোঁহে সে মন্দির মাঝারে
অলসে অবশ নলিনী-কায়,
মাথাটি রাখিয়ে যুবকের কাঁধে
অধীরে সকল দিকেতে চায়।

কহিল যুবক,—"কে আছ হেথায়,
কে পূজক তুমি ধেয়ানে রত ?
উঠ এক বার, বিবাহ শিকলে
বাঁধ আমাদের জনম মত।"

নবীন পূজক পূজা সমাপিয়া,
চাহিল যে দিকে উভয়ে ছিল,
আধো ছায়া-ছায়া আঁধারে আলোকি
নিভ'-নিভ' দীপ উজলি দিল

চকিতে নেহারি যুবা যুবতীরে
চমকি সহসা পূজক-বর,
তখনি মুদিল নয়ন যুগল
আবার চাহিল ক্ষণেক পর।

দীপের আলোকে উজলিত মুখ
বারেক আবার দেখিয়া মোহে,
অমনি তখনি নত করি আঁখি
বিবাহ বাঁধনে বাঁধিল দোঁহে।

মন্ত্র পাঠ করি, পরাইয়ে মালা
বালার হাতটি স্ব-হাতে নিয়ে,
সম্প্রদান তাহা করিল যুবারে,
ঋষি মতে দিল তাদের বিয়ে।

একবার শুধু আটকিল্ কথা
একবার হিয়া কাঁপিল তাতে,
এক ফোটা তার আঁখি-জল শুধু
পড়িল তখন বালার হাতে।

সাধের ভাসান।

কেও উন্মাদিনী, কে ওই বালিকা,
সুধার সুরেতে ছাড়িছে তান,
আকাশ পাতাল, মোহিয়া কে ওই,
আপনার মনে গাহিছে গান?

মলিন বসন, মলিন ভূষণ
এলো-কেশ-রাশি উড়িছে বায়,
শইবাল পরে শতদল সম,
মুখানির শোভা বেড়েছে তায়।

ডাগর ডাগর বিজলি উজল
নীল আভাময় নয়ন দুটি,
শূন্য ভাব ভরে, এদিকে ওদিকে,
চারিদিকে যেন বেড়ায় ছুটি।

কি যেন খুঁজিছে নিজেই জানেনা,
অথচ পরাণ কি যেন চায়,
চোখের সমুখে গিরি নদীবন,
দেখেও যেন না দেখিছে তায়।

গরবে উথলি তটিনী ওইযে
আপনার মনে বহিয়ে যায়,
তীরে তীরে তার উন্মাদিনী বালা
ঐ শুন—শুন—কি গান গায়।

ভৈরবী।

"ভুলে যাও ভুলে যাও ভুলে যাও দুখিনীরে,
নহিলে হবে না সুখী একটি দিনের তরে।
এমনি অভাগী বালা, বিষাদ যাতনা জ্বালা
যেখানে যেখানে আমি,মোর সাথে সাথে ফিরে,
ভুলিবারে কহিতে,গো,কি বেদনা লাগে প্রাণে—
কেবলি যাতনা জীর্ণ মরমি সে ব্যথা জানে,
হোক তবু তাও সবে, তুমি, নাথ, সুখে রবে—
তাই ভিক্ষা,হও সুখী,ভুলে যাও অভাগীরে।"

গাইতেছে বালা, জানে না সে তবু
কি গান গাইছে? কি ভাব তার।
স্মৃতি হ'তে শুধু আপনি উথলে
এছাড়া কিছু সে জানেনা আর।

গাহিতে গাহিতে চলেছে বালিকা
কিছুতেই যেন খেয়াল নাই,
আপনার ভাবে আপনিই ভোর
বাহিরে যা হয় হোক্‌না তাই।

প্রখর হয়েছে রবির উতাপ,
প্রহর তিনেক হয়েছে বেলা,
নদীর উরসে, কিরণের রেখা,
চমকিছে যেন দামিনী মালা।

দূর শূন্যপটে আঁকা আছে যেন
ও পারেতে ছোট পাহাড় গুলি,
দু'একটি কভু শাদা শাদা মেঘ
শিখরের পরে পড়িছে ঢুলি।

মৃদু ঝর ঝর, পড়িছে নির্ঝর,
কোথায় অথচ না যায় দেখা,
মাঝে মাঝে শুধু, পাহাড়ের গায়,
ঝলসিছে যেন রজত রেখা।

নদীর মধুর মৃদুল সুরেতে,
মিশিছে মধুর নির্ঝর-তান,
বালিকা গাইছে আপনার মনে,
কোন দিকে তার নাহিক কান।

প্রখর উত্তাপ, হয়েছে, হোক্ না,
বালিকার তায় আসিবে কিবা ?
বহে যদি ঝড়, বহুক ঝটিকা,
কিবা এল গেল নিশি কি দিবা ?

কিন্তু একি একি, চমকি উঠিয়ে,
সহসা বালিকা থামিল কেন ?
পরিচিত স্বরে, কে গাহিছে গান,
কেন রে হৃদয় অবশ হেন ?

মনে পড়ে পড়ে—পড়ে না যে মনে,
কি ভাবে হৃদয় উঠিল পুরে,
কে গাইছে গান—কে গাইছে গান
সেই সে পুরাণ মোহিনী স্বরে !

কাঁপে যে হৃদয়, বেঁধে যে পরাণে,
গানের একটি একটি কথা ;
একিরে বালার বিভল হৃদয়ে
একিরে সহসা একিরে ব্যথা ?

নিজেই জানে না, কি ভাবে আকুল,
মাথাটি ঘুরিয়ে আসিল তার,
নদীর ধারেতে গাছের তলায়,
রাখিল বালিকা শরীর ভার।

(২)

তরঙ্গে, তরঙ্গে, তরণীটি রঙ্গে
নেচে, নেচে, নেচে, চলিয়ে যায়,
কে ওই যুবক, নিরাশা মূরতি,
দাঁড়ায়ে হৃদয় কাহিনী গায়?

ক্ষণেকে তরীটি, লাগিল তীরেতে,
যুবক একটি বিষাদ চেতা,
যে গাছের তলে পড়েছিল বালা,
আসিয়ে অমনি দাঁড়াল সেথা।

"সরলে আমার, একি তোর বেশ!
দেখে যে পরাণ ফাটিয়ে যায়!"—
ফুটিল না আর, কথা বিনোদের,
নীরবে কেবল কাঁদিল, হায়!

অবাক বালিকা, পাথর মুরতি
কথাও একটি নাহিক মুখে,
চাহিয়া রহিল, বিনোদের পানে
কি ভাবে কে জানে সুখে কি দুখে?

থেকে, থেকে, থেকে, শতেক লহরী
বহিল নীরব নয়ন দিয়ে,

ঝাঁপিয়ে ধরিয়ে বিনোদের গলা,
কাঁদিয়া উঠিল আকুল হিয়ে।

"চিনি যে তোমায়—সেই যে আমার,
এতদিন বল আছিলে কোথা" ?
আবার অমনি, থামিল বালিকা,
সরিল না আর একটি কথা।

কি যেন বলিবে সাধ আছে মনে
অথচ সকল গিয়েছে ভুলে,
আকুল পরাণে চাহিল কেবল
সজল দুইটি নয়ন তুলে।

নীরব নয়নে প্রেম তিরস্কার
বুঝিয়ে যুবক পাইল ব্যথা,
বালার হৃদয় বালা যা বোঝে না
যুবক বুঝিল নিগূঢ় কথা।

ফেলিল নিশ্বাস আকুল নয়নে
চাহিয়া বিনোদ স্বরগ পানে,
কাঁদিয়ে কহিল নিজের কাহিনী ;
বালা না বুঝিল কথার মানে।

বলিতে বলিতে দুখের কাহিনী
   যুবার নয়নে বহিল ধারা,
অথচ সুখের জাগন্ত স্বপনে
   আপনে যেমন আপনা-হারা।

ধরিয়ে বালার সজল মুখানি
   রাখিয়ে আপন বুকেতে মাথা,
সুধাইল যুবা, "বলগো, সরলে,
   বল গো কেমনে আসিলে হেথা ?"

উতর না দিয়ে বলিল বালিকা
   এক দিঠে তার মুখানি হেরে,
"বিনোদ, তুমি যে বিনোদ আমার,
   দিব না, দিব না, তোমায় ছেড়ে।"

বলিয়ে ঈষৎ মাথাটি নাড়িয়ে
   হাসিয়ে হাসিয়ে মধুর হাসি,
ধরিল যতনে, বিনোদের হাত
   পাগল বালিকা হরষে ভাসি।

হরষে তাহার, উথলিত মন
   কি করিবে কিছু ভেবে না পেয়ে,
নদী হতে গিরি, গিরি হতে পুন
   আকাশের পানে দেখিল চেয়ে।

সহসা আবার কি ভাবে কে জানে,
হাতটি তখনি ছাড়িয়ে ধীরে,
হরষে বিষাদে আধো আধো হাসি
ছুটিয়ে চলিল নদীর তীরে।

তীরের হোথায় একটি ধারেতে
বন ফুলে ফুলে পড়েছে ছেয়ে,
আনিল তখনি কত শত ফুল
তুলিয়ে যতনে পাগল মেয়ে।

"নব নাম কত সোহাগে রাখিয়ে
হরষে গাহিতে গাহিতে গান।
ফুল গুলি লয়ে যুবার চরণে
উপহার বালা করিল দান।

ফোটা ফুলগুলি আনিয়াছি তুলি
আঁখি দুটি মেলি, হের গো হের,
এইটি নলিনী, কাহাকে বলিনি
চুপি চুপি আমি, এনেছি ধর ;

গোলাপটি ওই, মোর হৃদি সই,
সে যে তোমা বই, হবে না কারো ;
হৃদিধনে ভুলে, তুলেছি বকুলে
সেঁউতির ফুলে, পর গো পর।"

নয়নের জল, নয়নে শুকাল,
যুবক অশনি আহত হিয়া,
স্তম্ভিত ভাবে, রহিল দাঁড়ায়ে
বহেনা শোণিত হৃদয় দিয়া।

"এই সেই বালা, সেই সে মূরতি
অথচ বালিকা সে নয় যেন!
এত দিন পরে, পেনু যদি নিধি,
কে জানে কপালে ঘটিবে হেন।"

তড়িতের মত, কি তীব্র বেদনা,
চমকিয়ে গেল যুবার বুকে,
ভাঙ্গি গেল মোহ, দাঁড়ায়ে রহিল
অভিভূত হয়ে বিষাদ দুখে।

ফুল রাশি লয়ে ছড়াল সে অঙ্গে
বালিকা অবোধ চেতনা হীন,
সুখে দুখে যুবা, তা দেখি কাঁদিল,
হরষে বিষাদে হইয়ে লীন।

কাঁদিল যুবক, কাঁদিল বালিকা,
সামালিয়ে পুন নয়ন ধারা,
বলিয়া উঠিল সহসা বিনোদ—
যাতনায় যেন পাগল পারা।

"কি বলিব আর বলিতে কি আছে ?
শোনগো, ললনে, শোনগো তুমি,
সাক্ষী রবিশশী, সাক্ষী দেবতারা,
সাক্ষী এ পবিত্র জনম ভূমি।

আজ হতে তুমি আমার, ললনে,
আমিও সরলে হইনু তোর,
এখনি যে তোরে করিব বিবাহ
হইবি ধরম বনিতা মোর।

দেখি আজি এতে কেবা দেয় বাধা
আসুক সহস্র প্রলয় ঝড়,
মরমের চির অতৃপ্ত বাসনা
পুরাইব এত দিনের পর।

বলি হাত হতে খুলিয়ে অঙ্গুরী
পরাইয়ে দিল বালার হাতে।
অনিমেষ চোকে, দেখিয়ে দেখিয়ে
হাসিল পাগল বালিকা তাতে।

ক্ষণেকে দুজনে উঠি তরণীতে
তখনি দিল সে তরণী খুলি,
চলিল তরণী, তর তর রঙ্গে
নদীর বুকেতে লহরী তুলি।

যুবারো হৃদয়ে উঠিল লহরী
বিষাদ যাতনা সকল ভুলে,
গাহিল তখন হরষের গান
প্রমোদে হৃদয় পরাণ খুলে।

প্রণয় বিভল ঘুম ঘুম প্রাণে
হরষে যুবক গাহিল গান,
প্রতিধ্বনি দিল দূর হতে গিরি,
কাঁপিয়ে উঠিল তটিনী প্রাণ।

---

(৩)

মেঘে মেঘে মেঘে, ছেয়েছে আকাশ
দেখা নাহি যায় চাঁদিমা আর,
নদীর উরসে, ঢেউ সাথে ঢলি
খেলেনা জোছনা রজত ধার।

মৃদুল পবন বহেনাকো আর,
গাছের একটি পাতা না নড়ে,
বহে কি না বহে, তটিনী কে জানে
ঢেউ তো একটি নাহিক পড়ে।

আঁধার আকাশ, স্তম্ভিত ধরণী,
মন্ত্র-স্তব্ধ যেন চারিটি ধার,
কি বিপ্লব কথা, নীরবে কহিছে
থাকে না বুঝি বা জগৎ আর।

এ কাল-নিশায় নাহি ভুরু ক্ষেপি
ঝপ্ ঝপ্ ঐ চলেছে তরী,
প্রকৃতির ঘোর-নিস্তব্ধ-আকার
সে শবদে আরো ভীষণ করি।

সহসা অশনি কড় মড় কড়
ঘোষিল ভেদিয়া আঁধার নিশি,
নিবিড় জলদ, ভীম গরজনে
সঘনে কাঁপায়ে তুলিল দিশি।

বীর পরাক্রমে, এদিকে ও দিকে
মাতিয়ে বহিল পবনরাশি,
ধাঁধিয়ে দিগন্ত বেড়াইছে ছুটে
সুবিকট ঐ দামিনী হাসি।

নাহি সে তটিনী, প্রশান্ত মূরতি,
সংহার মূরতি ধরেছে এবে।
সফেন তুফানে আক্রমিছে বেলা,
দুর্দ্দাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিছে সবে।

দুরবল তরী তুফানে উঠিছে,
আবার তুফানে পড়িছে কভু,
বিনোদের সাথে বালা সে তরীতে
কোন ভয় ডর নাহিক তবু।

হাসিলে দামিনী, হাসিছে বালিকা
উথলিলে ঢেউ উথলে হৃদি,
গরজিলে মেঘ হেসেই আকুল
কি ভয় কাছেতে বিনোদ যদি।

বায়ুর হুঙ্কারে উড়িছে তরণী
কোথা মাস্তুল, কোথায় হাল,
অটল গম্ভীর দাঁড়ায়ে বালিকা
উড়িছে পবনে চিকুর জাল।

হৃদয়ে তাহার, নারে প্রবেশিতে
বাহিরের দুঃখ বিষাদ কোন।
তাহারি আদেশে বহে যেন ঝড়—
অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঝড়েরি যেন।

"বহিছে ঝটিকা, ভীষণ তুফানে
গেল গেল আর রহেনা তরী,
আমরা দুজনে—দুজনে আমরা—
কি সুখ বালিকা যদি বা মরি।"

বলিয়া বিনোদ বালিকার মাথা
রাখিয়া প্রণয়-পূরিত বুকে,
নাহি ভূরুক্ষেপি, সে প্রলয়ঝড়ে
ভাসিল গাহিতে গাহিতে সুখে।

মল্লার।

"ঘোষে বজ্র কড় মড়, কাঁপে পৃথ্বী থর হর
প্রলয় বিপ্লবে কাঁপে সর্ব্ব চরাচর,
উন্মত্ত পবন ছোটে, তটিনী গরজি ওঠে
তরঙ্গ ছুটিছে যেন সচল ভূধর।

পাগলিনী শোন ওরে, তোরে এইবুকে ধোরে
বাহিরের ঝড় জ্বালা পশে না অন্তর,
তরী যায় যাক ডুবে, কি ভয় আমরা উভে
সুখের শয়নে রব, নদীর ভিতর।

আয় সখি হৃদে রাখি, তুমি দেখ আমি দেখি
বাহিরে প্রলয় ঝড় হোক্ যা হবার।"

খড়্গ-পরিণয়।

Rutna (Rana of Mewar) had married by stealth the daughter of Prithuraj of Amber ....His double edged sword, the proxy the Rajput cavalier, represented Rutna on this occasion.

Tod's Rajasthan Vol. I.—Page 308.

(১)

ঘুমঘোরে ঢোলে, তারকার কোলে
শোভিছে চাঁদিমা আকাশ মাঝে;
অম্বরের রাজা পৃথ্বিরাজ বালা
দ্বিতীয় চাঁদিমা প্রাসাদে রাজে।

নব উষা জিনি বরণ-মাধুরী,
কল্পনারি শুধু প্রতিমা হেন,
বাসব ধনুর মাধুরীটি দিয়ে,
জোছনা মাখিয়ে সৃজিত যেন।

স্থির-বিজলির স্নিগ্ধ-দ্যুতি সম
বিছানায় বালা রয়েছে শুয়ে,
ঈষৎ ঈষৎ এক পাশে ফিরে
রয়েছে হাতটি উরসে থুয়ে।

মুক্ত বাতায়নে আসিছে জোছনা
ঝলসে ওই যে কৃপাণ গায়,
এক মনে বালা অনিমেষ চোখে
আপনা ভুলিয়ে দেখিছে তায়।

কল্পনা লহরী ছুটিছে তাহার,
লেগেছে হৃদয়ে সুখের ঘোর,
বিভল বালিকা আশার নেশায়
সাধের স্বপনে রয়েছে ভোর।

সহসা অলকা উঠিল চমকি
সাধের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল,
ডাকিয়া তাহারে, সজনী চপলা
হাসিয়ে হাসিয়ে কাছেতে এল।

"ডাকিছেন রাণী আয়লো, অলকা,
শুনেছিস্ কিলো খবর, তবে ?
বিখ্যাত সুরথ বুন্দি-নরপতি
তার সনে তোর বিবাহ হবে।"

"সুরথের সনে হইবে বিবাহ ;"—
অশনির সম বাজিল বুকে,
শোণিত লহরী থামিল বহিতে
গোলাপ কলিকা শুকালো মুখে।

নীহার পীড়িত শ্বেত পদ্ম সম,
এলায়ে পড়িল, অবশ কায় ;
নয়নের জ্যোতি হইল মলিন,
প্রভাতে-চাঁদিমা যেমতি, হায় !

শোভিল বদনে হিম-স্বেদ-কণা,
বুক হ'তে হাত পড়িল খসি,
ক্রমে ধীরে ধীরে ভাঙ্গিল সে মোহ,
বলিল ব্যাকুলা উঠিয়া বসি ;—

"উপহাস তুমি করিও না আর
চপলে, তোমায় মিনতি করি,
হাসিবার কথা নয় এতো, সখি,
বল সত্য কথা চরণে ধরি।

শুনিয়ে সজনি কাঁপে যেলো হিয়া,
আমি যে সধবা—আমার বিয়ে ?
মাথা খাস, সখি, রাখ্ উপহাস,
কি সুখ আমারে বেদনা দিয়ে ?"

কহিল চপলা শুনিয়ে একথা
ব্যথিত পরাণে মুছিয়ে বারি,—
"হেসে যদি থাকি ক্ষমগো, অলকা,
সুখের সে নয়, শপথ করি।

সত্যই, সকল, হইয়াছে স্থির,
তোমা সনে হবে বিবাহ তার,
প্রকাশ' এবার বিবাহ তোমার
গোপনে কেমনে রাখিবে আর।'

মুমূর্ষু বালিকা ধীরে, ধীরে, ধীরে,
বলিল যাতনা অস্ফুট স্বরে ;—
"বিবাহের কথা কেমনে প্রকাশি,
প্রাণেশ যে মানা করেছে মোরে।

ওই তরবারি তাঁরি প্রতিনিধি,
যা' দেখি বাঁচিয়ে রয়েছি আমি,
রাজা হ'লে পর উহার বদলে
প্রকাশ্যে আমারে লবেন স্বামী।

এখন একথা প্রকাশ হইলে
বিপদে যে, তাঁরে পড়িতে হবে,
না পাবে রাজত্ব প্রাণেশ তা হ'লে
কেমনে সেকথা প্রকাশি, তবে ?"

চপলা নয়নে জ্বলিল চপলা,
শুনিয়ে সরোষে কহিল সখী,—
"মুক্তকণ্ঠে আজ বলিব সকল
এত দিন যাহা রেখেছি ঢাকি।

পাপিষ্ঠ অধম সেই দুরাচার,
জানিনে কি বলে দিবলো গালি;
ছলে অধিকারি হৃদি সরলার
চরণে দলে সে কোমল কলি!

হয়েছে সে রাজা, পেয়েছি খবর,
কোথায় প্রতিজ্ঞা রহিল তার?
তুমি হেথা একা দহিছ বিরহে
তাহারি ধেয়ান করিয়ে সার।

কিসের বন্ধন—গেছে সে বাঁধুনি;
কর, কর সখি বিবাহ পুন,
ফেলে দেও দূরে প্রতিনিধি অসি
ভোল সে প্রণয় মিনতি শুন।"

"হয়েছে সে রাজা, হয়েছে সে রাজা
তবু সে প্রতিজ্ঞা রাখিল না রে!"
—পারিল না বালা সামালিতে আর
মূরছি পড়িল যাতনা-ভারে।

(২)

নাহি সে অলকা, সে শরীর এবে
প্রভাহীন যেন উষার তারা,
মলিন বরণ, মলিন মু'খানি,
নয়নে কেবল বহিছে ধারা।

এক মাস শুধু পেয়েছে সময়,
বিবাহ তাহার মাসেক পরে,
চিতোর-রাণায় পাঠায়েছে লিপি,
পথ চেয়ে আছে তাহারি তরে।

অবশ্যই রাজা লইতে আসিবে—
ভগন পরাণে রেখেছে বাঁধি,
ভয়ে ধুক ধুক করে তবু হিয়া,
দিবস যামিনী কাটায় কাঁদি।

"ঐ যে বাজনা বাজে-ও কিসের,
আসিছে আমার প্রাণেশ নাকি?"—
অধীর পরাণে ছোটে বাতায়নে
খোঁজে চারিদিক আকুল আঁখি।

"ও কিসের গোল?—আসিছে কি সেনা?
ঐ না বিষম উড়িছে ধূলী?
অশ্বের হ্রেষাতে পুরে যে গগন"—
দূর পানে চায় মাথাটি তুলি।

নিমেষে নিমেষে, পলকে পলকে,
  দেখে মরীচিকা আশার ছলে,
আবার তখনি নিরাশায় পড়ে
  স্বরগ হইতে পাতাল তলে।

কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুম এল যদি,
  স্বপনে চমকি জাগিয়া ওঠে,—
"ঐ বুঝি এল প্রাণেশ আমার"—
  আশার কুহকে আবার ছোটে।

দিন যায়, ক্রমে গেল আধা মাস,
  সমাচার তবু এল না কোন,
দেখিয়ে চপলা অলকার দশা
  বলিল, "সজনি, শোন লো শোন ;

স্বরগ-কুসুম তুমি, লো অলকা,
  পিশাচ অধম চিতোর রাণা,
তার তরে তুমি সঁপিবে পরাণ,
  শুনিবে না তবু কাহারো মানা ?

রাগে-দুখে হৃদি জ্বলে যায় মোর,
  বল, লো সজনি, বল, লো, মোরে,
তো-হেন এমন অমূল রতনে
  সে মূঢ় কি কভু চিনিতে পারে ?

যদি সখিত্বের থাকে মূল্য কিছু,
তাহারি শপথ অলকা তোরে,
বিধে কর পুন প্রকাশিয়ে সব,
ক দিন রহিবি কৃপাণ ধোরে ?"

কেঁদে, কেঁদে, কেঁদে ক্লান্ত আঁখি ছুটি,
ক্লান্ত কায়-মন সহিয়ে জ্বালা,
শূন্য-পারা আঁখি তুলি সখি পানে
স্খলিত বচনে বলিল বালা ;—

"যাতনার এই দুখময় সুখ
তুই কি বুঝিবি, সজনি ?—
কি বুঝিবি তুই কি যে এত সুখ
কাঁদিয়ে দিবস-রজনী ?

এমনি অমূল্য যাতনার এই
জীবন আমার ঠাঁই, লো,
চির হাসিময়-সুখের জীবন
বিনিময়ে নাহি চাই, লো।

হাসিবার কথা নয় এ তো, সখি,
হেসো না এ কথা শুনিয়ে,
হেসো না, হেসো না, দিও না-ক ব্যথা
আর, লো, ভুলিতে বলিয়ে।

আজীবন ধরে জ্বলিব, পুড়িব
সারাটি দিবস রজনী,
তবুও, তবুও, হৃদয়ের ধনে
ভুলিব না কভু, সজনি।

তবু, তবু এই সাধের আগুন
নিভাব না কভু জনমে,
পুষিয়ে রাখিব যতন করিয়ে
মরমের জ্বালা মরমে।”

রাগে দুখে জ্বলি বলিল চপলা,
“থাক্ তবে তারি ভাবেতে ভোর,
নতুন আমোদে নব প্রেমে মজি
অব হেলে হৃদি যে জন তোর।”

অবহেলা করে রতন তাহারে
মজিয়ে নূতন আমোদে প্রেমে!—
বাজিল কথাটি অলকার বুকে,
বলিল বালিকা একটু থেমে।—

“সত্যিই কি তবে ফুরায়েছে সব
সকলি এখন স্বপন প্রায়?
ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, হৃদয়ের ভাব
তাও ফুল হেন শুকায়ে যায়?

উঃ ! একি কথা, কি মরম ব্যথা,
একিরে প্রণয় কি রীতি তোর !
পার হাসি হাসি গলে দিতে ফাঁসি
পরায়ে সোহাগে কুসুম ডোর।

ছি ! ছি ! ছি ! একিরে প্রলাপ আবার
কি কথা বলিনু মরম-দুখে ?
প্রাণের প্রেয়সী ললনা লইয়ে
থাক সে আমার মনের সুখে।

বিবাহের কথা হবে না প্রকাশ
প্রকাশ করিতে আছয়ে মানা,
এ প্রাণ থাকিতে হ'বে না তাহা তো
যদিন আদেশ না দেন রাণা।

নিন্দো না লো তায়, মিনতি তোমায়
ভুলুন আমারে ক্ষতি তো নাই ;
অধীনী এ জনে চরণে দলিয়ে
হয় যদি সুখ হোক্ না তাই।

আমিতো, সজনি, মরিতে বসেছি,
নাহি সাধ আর কোনো-ই সুখে,
আমি তো প্রবাহে দিয়েছি লো ঝাঁপ,
ভেসেছি তো আমি স্রোতের মুখে ;

মরিতে তো আমি করিয়াছি পণ
 মরণে কিছুই ভয় তো নাই,
মরিবার আগে দু'একটি কথা
 তাঁর কাছে সুধু শুনিতে চাই।

কি বলেন তিনি তাই শুনিবারে
 এ প্রাণ এখনো রয়েছি ধ'রে,
কি তাঁর বলিতে আছে তা' না শুনি
 সুখী ও, সজনি, হব না ম'রে।"

বলিতে বলিতে তীব্র যাতনায়
 আলোড়ি উঠিল হৃদয় তল,
মরম ভেদিয়া উৎসের মত
 নয়নে উথলি উঠিল জল।

নীরবে নীরবে কাঁদিল অলকা,
 সখীও কাঁদিল তাহার দুখে,
সামালিয়া পুন বলিল, সখীর
 হাতটি রাখিয়া আপন বুকে,—

"ব্যথার ব্যথিনী, তুমি গো সজনি
 একটি মিনতি করি গো তোরে,
তুই না বাঁচালে কে বাঁচাবে আর
 এ হেন দারুণ বিপদ ঘোরে?

দিগন্ত বেয়াপী বিকট শ্মশানে
তুমি গো একটি কুসুম মম,
আঁধার, আঁধার অনন্ত আকাশে
জ্বলিতেছ ধ্রুব তারকা-সম।

রাখ কথাটি লো স্বহাতে লিপিটি
দিয়ে এস তাঁরে মিনতি ধর,
প্রথম লিপির উত্তর না পেনু
জানিনে, সখি, এ কেমন তর'।"

করুণ-হৃদয়া সম-সুখ-দুখী
চিঠিখানি লয়ে আপন হাতে,
সন্ন্যাসিনী সাজে চপলা রূপসী
চলিল চিতোর সেই সে রাতে।

---

(৩)

বিবাহ হইয়ে গেছে অলকার,
ফুল শয্যা আজি—লেগেছে ঘটা,
বুন্দি নগরেতে বাজিছে বাজনা,
ধাঁধিছে নয়ন দীপের ছটা।

কুসুমে কুসুমে সাজান সহর—
ফুলের বিছানা ফুলের ঘর,
সুবাসে সুবাসে উথলায় দিক,
ফুলময়-তনু বধূ ও বর।

চারি দিক হতে পড়ে হুলু ধ্বনি,
বরের বামেতে বসেছে ক'নে,
কিন্তু ওকি, হায়! ও কিসের ছবি,
হ'তেছে কি বিয়ে মৃতের সনে?

নেত্রে নাহি জ্যোতি, না পড়ে পলক,
স্তবধ শোণিত বালার বুকে,
নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়েনা তো—কই?
অমানুষি শ্বেত-বরণ মুখে।

কি ঘোর বিষণ্ণ আনত মু'খানি
দেখিয়ে পরাণ শিহরে তায়!
উৎসব আমোদ উথলে চৌদিকে
সে সবে বালিকা মৃতের প্রায়।

মু'খানি শুখানো-ফুলের মতন
তবু সে মুখের নাহিক তুল,
অঙ্গের কুসুম কি করিবে আর—
ফুলের সমাধি করিছে ফুল।

সহসা থামিল মঙ্গলাচরণ,
ঘোর কোলাহলে পুরিল দিশি,
ভয়ে শিহরিল কুলনারী গণ,
রণ বাদ্যে কাঁপি উঠিল নিশি।

এসে, মহারাজে দিল সমাচার—
"নগর বেড়েছে চিতোর রাজ,
বলে অলকারে লইবেন তিনি।"—
উৎসবের শিরে পড়িল বাজ।

বজ্রের মতন পড়িল কথাটি ;
নবোঢ়া রমণী ফেলিয়ে থুয়ে,
ছেড়ে সুকোমল কুসুম শয়ন
চলিল ভূপতি সমর-ভুঁয়ে।

ছিঁড়ি নারীগণ ফুল আভরণ,
নিভায়ে ফেলিয়ে আমোদ হাসি,
বিদায় লইতে স্বামীগণ সাথে
চলিল নয়ন-সলিলে ভাসি।

সবে গেল চলি, একাকী অলকা
বসিয়ে রহিল বিছানা পরে,
হৃদয় মাঝারে কি যে হুলস্থুল
বর্ণিয়া কে তাহা বলিতে পারে ?

সহসা চপলা দেখা দিল আসি
পত্র একখানি সঁপিল হাতে,
নিভিবার আগে জ্বলে যথা দীপ,
জ্যোতিহীন আঁখি জ্বলিল তাতে।

বলিল চপলা,—"তোর নাম করি
রাজা সনে আগে করিনু দেখা,
পত্রখানি এই দিলেন আমায়
উত্তর এ নয়, আগের লেখা।

পরে, তোর সব কহিনু কাহিনী,
হাতে দিনু তোর লিপিটি লয়ে,
এসেছেন তাই উধারিতে তোরে
লিপির উত্তর আপনি হয়ে।"

বালিকা অধীর বিকম্পিত হিয়া
হিম আর্দ্র হাতে লিপিটি খুলি,
তৃষ্ণাতুর জন পিয়ে যথা বারি
পড়িল সতৃষ্ণে আপনা ভুলি——

"গত নিশি স্বপনে, মরমের বিজনে
মরি কি তোমার রূপ দেখেছিনু, অলকে;
সেই ছটা মহিমা, সেই প্রেম প্রতিমা,
দেখিতে দেখিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল পলকে।

যেন হেসে হেসে লো, প্রেমময়ী বেশেলো,
সোহাগে, প্রেয়সি, তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে ;
কিবা ধীর তাকানি, লাজ মাখা মুখানি
ঈষৎ পড়েছে ঢাকা অলকের আড়ালে।

কতগুলি এলোচুল করিয়ে লো যেন ভুল
ছেয়েছে খোঁপায়ে পড়ি আধো বাম নয়নে,
প্রেমাশ্রুতে মাজিয়ে, অপরূপ সাজিয়ে,
লতাইয়া পড়িয়াছে ফণিনীর ধরণে।

নীহারেতে ধোয়ানো, একরতি নোয়ানো,
গোলাপটি যেন মরি মুখখানি বিকাশে ;
আঁখি ছুটি ঢলিয়ে, ভাবে যেন গলিয়ে,
স্নিগ্ধ বিজলির মত দ্যুতি নব প্রকাশে।

১

সুধা মাখা অধরে হাসি রাশি না ধরে,
মনের উচ্ছ্বাস যেন তরঙ্গিছে শরীরে।
সরমের লাগিয়ে রাঙা রাগে রাগিয়ে
কি মধুর সাজিয়াছে মুখ খানি মরিরে।

আমি উঠি অধীরে, কন্টকিত শরীরে
যেমন ধরিতে যা'ব তোমারে লো হরষে,
তুমি সেই রমণী, উবে গেলে অমনি,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর প্রভাতের পরশে।

সে অবধি, সয়লে, জ্বলি মনো-অনলে
কি দুখে কাটাই দিন বলিব তা' কেমনে ?
একবার আয়, লো, পরাণ যে যায়, লো,
জ্যোতির প্রতিমা তুই এ আঁধার জীবনে।

রাজ-ব্রত ধরিয়ে ছিনু যেন মরিয়ে
কি যাতনা সহিনু যে নাহি পারি কহিতে ;
আর যে তা হয় না, প্রাণ তাতে রয়না,
সসৈন্য সেনাপতি ভেটি তোরে লইতে।

পিতা মাতা ভ্রাতারে, অন্য বন্ধু সবারে,
প্রকাশিয়ে এ বিবাহ আয় হৃদি আসনে।
তোর ধন এ হিয়ে হাতে হাতে সঁপিয়ে
যত কিছু অপরাধ ডুবাইব মিলনে।"

সজল নয়ন, দুরু দুরু হিয়া,
কি পড়িছে যেন জানে না বালা,
কতই পড়িল, কতই চুমিল
বুকেতে রাখিল নিভাতে জ্বালা।

বলিল সখিরে,—"শেষ ভিক্ষা মোর
শেষ অনুরোধ রাখ, লো সই,
ছদ্মবেশে তারে আনগে এখানে
অন্যের মত দেখিয়ে লই ;

মুহূর্ত্তের তরে দেখিব রতনে
একবার তারে আনিয়ে দেহ
সন্ন্যাসীর বেশে আন গে তাহারে,
বাধা তাহা হ'লে দেবে না কেহ।

কি আশে বাঁচিব ? অদভূত কথা !
দুই বিয়ে, জায়া কাহার আমি ?
বিবাহের দিন প্রতি মুহূর্ত্তেকে
ভাবিনু লইতে আসিছে স্বামী।

মরিবারে গেনু, মরিতে দিলে না,
জানিনে কেমনে হয়েছে বিয়ে,
জানিনে কেমনে কি যে কি হয়েছে
যামিনী কেটেছে কোথায় দিয়ে।"

শুষ্ক অধর নীরস রসনা
আশাতেও যেন ভরসা নাই,
সম-সুখ-দুখী চপলা তখন,
চলিল রতন রাণার ঠাঁই।

একেলা অলকা,—কেবা দিবে বাধা ?
এলোথেলো করি ফেলিল কেশ,
ফুলের গহনা ফেলিল ছুড়িয়া,
ধরিল বালিকা বিধবা বেশ।

কুসুম বিছানা টেনে ফেলি দূরে
কঠিন ভূতলে সঁপিয়া কায়,
জনমের শোধ দেখিতে রতনে
পথ পানে বালা কাতরে চায়।

---

(৪)

শত শত তারা দলে হাসিয়া অম্বর তলে
ভ্রূভঙ্গে উড়াতে চায় অন্ধকার স্থির,
শতেক জোনাকি ভাতি চমকে ভীষণ রাত্তি,
ভীষণ আঁধার তবু অটল গম্ভীর।

সৈন্যগণ হুহুঙ্কারে, রণসজ্জা আড়ম্বরে,
রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিবারে চায়,
বিজনে উদ্যান মাঝে তবু কি প্রশান্তি রাজে!
সে রবে নিস্তব্ধভাব দ্বিগুণ বাড়ায়।

নিস্তব্ধ হেথা দিশি, নিস্তব্ধ গভীর নিশি,
নিস্তব্ধ রতন রাণা, অলকা কুমারী,
কথা তার নাহি সরে, নয়ন ধরণী পরে,
দর দর অবিরত বহে অশ্রু বারি।

দেখিয়ে হৃদয় ধন, উথলি উঠেছে মন—
এই সেই ? দেবজ্ঞানে যাহারে সে বালা.
পূর্ণ বিশ্বাসের ভরে হৃদয় সঁপেছে করে?
সে-ই শেষে অবিশ্বাসী !—কি অসহ্য জ্বালা!

এই সে কি? যেই জন! পাইতে বালার মন
পারিত ঠেলিতে পায়ে স্বরগের ধন;
সেই আজ হৃদি পেয়ে বিষাক্ত কৃপাণ দিয়ে
ছিন্ন করি নিরখিছে হরষে এমন!"

বালা নম্র বিষাদিনী, আজিকে সে গরবিনী
বহিতে দিবে না ধারা গর্ব্বিত নয়নে,
মরমের শিরা টুট্যে এক বিন্দু অশ্রু উঠে—
হাসিয়ে দেখিবে কেহ তাই বাজে মনে।

আঁখি হ'তে উৎস ধায়,দিবেনা বহিতে তায়,
আটকি রাখিতে তারে চায় প্রাণপণে;
প্রণয়ের অপমানে দারুণ বেজেছে প্রাণে
ছিন্ন ভিন্ন মনঃ প্রাণ বিষম বেদনে।

বেদনা পাইছে এত,ব্যথা না ভাবিছে তা তো,
সাধ করি উপভোগে যেন সেই জ্বালা,
কার তরে পায় দুখ ? দুখেতেই তার সুখ
দুখ জানাতেও বাম, অশ্রু ঢাকে বালা।

কিন্তু শৈল শির দিয়া, ভেদিয়া পাষাণ হিয়া
নিরঝর ঝর ঝর বহিয়া যে যায় ;
বাধা কোন নাহি মানে,চলেছে আপন টানে
আটকি রাখিতে গিরি পারে কি তাহায় ?

অলকার অশ্রু মুখ দেখিয়ে দহিছে বুক
তবু না ফুটিতে পারে চিতোরের রাজ,
দোষী মনে মনে,তাই কহিতে সাহস নাই,
কেমনে কি বুঝাইবে অলকারে আজ ?

মৌন আছে নরপতি, তাহাতে ভাবিছে সতী
তাহার বিষাদ দুখে স্বামী অন্যমনা ;
নূতন প্রণয় কথা, হয়তো হৃদয়ে গাঁথা—
ভেঙ্গেছে কপাল তার গেছে, গেছে জানা।

নিবারিতে অশ্রু জল, আরো বালা করে বল
গরবিনী ম্রিয়মানা তাতে বাধা পেয়ে,
রাখি মাথা বাহু পরে, তখন দৃঢ়তা স্বরে
বলিল আগের সেই লজ্জাবতী মেয়ে।

"উথলিত অশ্রুবারি, এ পোড়া নয়নে হেরি,
ভাবিওনা—আমারে যে ভুলেছ কাঁদি তাই—
তুমি আছ শান্তি সুখে,কাঁদিব আমি কিদুখে,
কে আমি করিব আশা ও-হৃদয়ে পেতে ঠাঁই?

ভাল যে বাস না মোরে,ভুলেছ যে একেবারে
ভালই করেছ, সখে, কি আর ভাবনা তবে ;
ভাবি দুখিনীর কথা আর তো পাবেনা ব্যথা,
তুমিতো নিশ্চিন্ত হলে হোক যা আমার হবে।

পাছে সম দুখী জনে, ব্যথা দিই অকারণে,
আমা দুখে পাছে তব মুখানি মলিন হয়,
এই যে আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা দূরে গেল
আরতো বাস না ভাল হয়েছ পাষাণময়।

তবে আর কিসে ডরি,যাহা ইচ্ছা তাহা করি,
নাইতো প্রেমের ডোর কে আর রাখিবে বাঁধি ?
নিশ্চিন্তে মরণ বুকে, যেতেছি ঘুমাতে সুখে
সুখ অশ্রু পড়ে তাই ভেবোনা দুখেতে কাঁদি।"

শুনি সে বিষাদ কথা কাঁপিল উদ্যান লতা,
বিষাদে কুসুম, বায়ু নীরবে কাঁদিল,
হয়ে দুখ-বিচঞ্চল কাঁপিল কমল দল
নীরবে নীহার বিন্দু খসিয়া পড়িল।

বাজিল রাজার বুকে, কথা বাহিরিল মুখে
ধীরে ধীরে বিনাইয়া বলিল তখন,——
"তুমিই প্রেয়সি মোর, কেন এ সন্দেহ তোর
ম্রিয়মান অভিমানে কেন লো এমন ?

কাজে ব্যস্ত সর্ব্বদাই, আসিতে পারিনি তাই
আমারি অদৃষ্ট দোষে আমারি মরণ,
কি দারুণ বেদনায় হৃদয় জলিয়ে যায়—
তোমার কোমল হৃদে দিয়াছি বেদন !

কেঁদনা, কেঁদনা, সখি, এস এস হৃদে রাখি,
তোমা বই, চন্দ্রাননে, কাহাকে না জানি;
একবার পেলে তোরে আর না ছাড়িব, ওরে,
হৃদয় রাজ্যের মোর তুই রাজরাণী ।

তুমিই প্রাণের প্রাণ, মনে ভাবিও না আন,
আর কারো নই আমি তুষ' না আমায়,
ভুলে কি ছিলাম সাধে,হাত কি বিধির বাদে ?
এখন এ বক্ষ হতে কে লবে তোমায় ?"

একিরে একিরে কেন, হৃদয় কাঁপেরে হেন
সত্যই কি সেই স্বর পশিল শ্রবণে ?
সেই মধু মাখা সুরে, হৃদিতো উঠিল পুরে
অথচ প্রভেদ কেন আগেকার সনে ?

সেই কথা মধুমাখা, কিন্তু যেন মন-রাখা
প্রণয়ের উন্মত্ততা কইগো তেমন ?
সব সেই, সব সেই, কি যেন অথচ নেই,
অভাব কি এক যেন অনুভবে মন ।

আগের উচ্ছ্বাসময় সে ভাব এভাব নয়,
মর্ম্ম আগে কথা হয়ে দেখা দিত মুখে,
কথা আজ হৃদি মাঝে তেমনি মধুর বাজে,
হৃদয় বঞ্চিত কেন তেমন সে সুখে ?

কি যেন পাইয়ে ব্যথা, একটি কহিতে কথা
খুলিবে খুলিবে মুখ অলকাসুন্দরী,
তখনি চপলা সতী, আসিয়ে সত্বর গতি,
বলিল, "এসগো রাজা মোরে অনুসরি-

সম্মুখে বিপদ-ভার, বিলম্ব কোর' না আর,
বিবরিয়া কহিবার নাহি অবকাশ।"
বলি সে চলিল ত্বরা—ছোঁয় কিনা ছোঁয় ধরা-
পশ্চাতে চলিল রাজা হইয়া হতাশ।

---

(৫)

কে ওই ললনা শান্ত জ্যোতির্ম্ময়ী
দাঁড়ায়ে প্রাসাদ শিখরোপরি ?
মধুর ঝলকে, শুকতারা যেন,
উষাতে আকাশ উজল করি।

তেজোময় বটে, নহে তীব্র তেজ—
প্রখরতা গেছে বিষাদে ঢাকি,
স্নিগ্ধ মাধুরীতে স্নিগ্ধ চারিদিক,
তরুণে নাহিক ঝলসে আঁখি।

এলোথেলো দীন পাগলিনী বেশ,
শূন্যে উড়ি উড়ি ছড়ায় কেশ,
নিরাশা-মাখান মধুর মুখানি,
অটল গম্ভীর যোগিনী বেশ।

মধুর অধরে নাহিক সুহাস,
বিষাদ কপাট দিয়াছে তায়,
নলিনী নয়ন নহে প্রস্ফুটিত,
ফুটিয়েও যেন মুদিত প্রায়।

শরীরে তাহার কিসের যতন?—
লুটিছে ধরায়, লুটুক, চুল,
কিছুতেই কিছু নাহি ভ্রুক্ষেপ—
সকলি মায়ার, সকলি ভুল।

স্বামী প্রতিনিধি অসিখানি শুধু
এখনো রয়েছে বুকের পরে,
সকলি গিয়াছে আছে সেই খানি
মরণেও তাহা থাকিবে ধোরে।

"সাক্ষী ঐ রবি, সাক্ষী দেবদেবী
কাহার অন্যায়, কাহার ন্যায় ;
কাহার অলকা ধরম বনিতা,
কে পাষণ্ড বলে হরিতে চায় ?

যদি ধর্ম্ম বোলে থাকে একজন,
সত্যের প্রভাব আজিও রয়,
দেখিব, দেখিব আজি এ সমরে
কার পরাজয়, কার বা জয়।"—

বলিয়া দুজনে, নীরবে গরজি
রাখিবারে প্রথা রণের আগে,
নমিয়ে অসিরে, প্রণমিতে রবি
চাহিল অমনি আকাশ ভাগে।

হোলনা, হোলনা রবিরে প্রণাম,
প্রাসাদ শিখরে পড়িল আঁখি,
অনিমেষ চোখ রতন রাণার,
কে বালা হোথায় কাহাকে দেখি ?

হোলনা প্রণাম, হোলনা প্রণাম,
কোথায় আকাশ, কোথায় ধরা ?
আপনা পাসরি রতন কুমার
চাহিয়ে রহিল বিহ্বল পারা।

পূর্ব্ব অনুরাগে উথলিল হৃদি
পুরাণ স্বপন উঠিল জেগে ;
প্রেমের তুফান আবার বহিল
কি এক সহসা আঘাত লেগে।

নব রাজ্য মদে, নতুন প্রমোদে,
মন হতে নিভে গেছিল যাহা,
ফিরিল সে প্রেম নিরাশ অন্তিমে,—
শ্মশানে আবার জ্বলিল তাহা।

কে যেন সমুখে মূরতি করাল
হাসে সুবিকট ভীষণ হাসি ;
নিমেষে এখনি ফুরাইবে সব—
দুঃখ-জ্বালা, সুখ, প্রমোদ রাশি।

এ দারুণ কালে, আবার আবার,
মরমে একি এ মরম টান ?
ও মুখানি দেখে আবার এখন
পূর্ব্বভাবে কেন উথলে প্রাণ ?

আবার, আবার ঘুমন্ত এ হৃদে
প্রণয় তুফান কেনরে বয় ?
শুষ্ক প্রেমহীন সেই সে নয়ন,
কেন রে হইল সলিল-ময় ?

অসময়ে একি আলেয়ার আলো
দেখাইছে ঠাট ছলিবে বলো ?
বিস্মৃতি-মগন ছিল, ভাল ছিল,
কি আগুন পুন উঠিল জ্বলে ?

বিগত সেই সে সুখের স্বপন,
সবে-ফোটা সেই হৃদয় কথা,
মোহময় সেই নব অনুরাগ,—
কেন মনে পড়ে, জাগায় ব্যথা ?

প্রেম-অশ্রু-মাখা সেই আঁখি দুটি
জ্বলন্ত, বিঘোর ভাবের ভরে,
অনুরাগ মাখা প্রদীপ্ত মুখানি
কেন মনে পড়ে—কিসের তরে ?

আধো ফুটো ফুটো প্রেমময় সেই
ফুলের সুবাস জিনিয়া বাণী,
প্রথম যে দিন দেখিনু তাহারে,
দেখা দিল যেন স্বরগ রাণী।

সেই সে রূপসী ভুবন মোহিনী
আজিকে তাহার এ হেন বেশ,
ধূলায় লুটিছে আহা মরি মরি
কুসুমে সাজান সেই সে কেশ !

কুসুম কলিকা—নাই কেন বাস ?
অকালেতে কেন শুকালো, হায় !
আমিই নিঠুর নাশিয়াছি তায়—
যাতনায় হিয়া জ্বলিয়া যায়।

ভুলেছিনু সে যে ছিল মোর ভাল,
আবার এ দেখা হইল কেন ?
দেখা যদি হ'ল কেন গো আবার
আইল সে প্রেম নবীন যেন ?

প্রেম যদি ফিরে এল পুনরায়,
স্থান ব্যবধান কেন রে মাঝে ?
হৃদয়ে হৃদয়ে মিশাইতে সাধ
এ বিষম বাধা বড়ই বাজে।

কুসুম কাননে মিলন যাহার
দেখা হ'ল আজি শ্মশানে তার,
এখনিরে যদি ফুরাইবে সব,
নিভে যাক প্রেম চাহিনে আর।"

নিমেষে চকিতে কতশত ভাব
বহে গেল তার হৃদয় দিয়ে,
চাহিয়ে রহিল অলকার পানে
অনুতাপে, দুখে, দলিত-হিয়ে।

মন হ'তে গেল সমরের কথা,
হাত হতে অসি পড়িল নেমে,
ভুলিয়ে সকল সম্ভাষি বালারে
বলিল ভূপতি মাতিয়া প্রেমে।

"আকাশের পটে মধুর মূরতি
আবার আজিকে দেখি রে কেন ?
কেন রে আবার নয়নে উদিলি
প্রভাতি চাঁদের জোছনা হেন ?

জাননাকি, প্রিয়ে, ও মূরতি দেখি
কঠোর পাষাণও গলিয়ে যায় ?
জাননাকি প্রিয়ে, ও মূরতি দেখি
শবের তনুও জীবন পায় ?

জাননাকি, প্রিয়ে, ও মূরতি দেখি
এহৃদি কবাট আপনি খোলে,
গল্যে গল্যে যায় মরম আমার,
মধুর কি এক নেশায় ভোলে ?

তবে কেন তুই দেখা দিলি ওই
হাসিলি কেন ও দুখের হাসি ?
বিষাদের ঐ ম্লান-চাহনিতে
কেন বরষিলি পীযূষ রাশি ?

দেখা দিলি যদি জুড়াতে এ হৃদি
স্থদূর অম্বরে কেন লো তবে?
তোর লাগি এই পেতেছি হৃদয়
আয় হৃদে হৃদে মিশাই এবে।"

চিতোরের রাণা বকে কি প্রলাপ,
সহসা উন্মাদ হইল একি?
সম্মুখ সমরে কই সে বিক্রম,
কই সে সিংহের গরব দেখি?

একি এ ভীরুতা? একি অসম্ভব
হাতের কৃপাণ পড়িছে খসি!—
চিতোর সেনানী অধীর সরমে
উন্মত্তে ঝননি উঠিল অসি।

স্থরয অবাক ফিরাইল মুখ
দেখিল অলকা প্রাসাদ শিরে,
বুঝিল সে, কেন হতজ্ঞান রাণা,
কেন বা তাহার আঁখি না ফিরে।

গরজি উঠিয়া বলিল স্থরয,
রোষে তাপি উঠে শোণিত বারি,
"কাপুরুষ ভীরু, ধর্‌রে কৃপাণ,
উন্মত্ত হেরিয়ে পরের নারী!"

ভাঙ্গিল চমক, অপমানে, তেজে,
সবলে সে অসি ধরিল করে,
বিঁধিবার আগে শত্রু বক্ষে তাহা
উঁচুতে চাহিল বারেক তরে।

বারেকের তরে আর একবার
দেখি অলকায় নয়ন ভরি,
হানিল কৃপাণ সতেজে সরোষে,
আঘাতে আঘাতে ব্যাকুল করি।

ঝন ঝন ঝন চমকে কৃপাণ,
এ বিঁধিছে অসি উহার গায়,
অলকা প্রাসাদে যেন জ্ঞান হীন
দাঁড়ায়ে রয়েছে পাথর প্রায়।

চারিবার রাণা ঝননিয়ে অসি
বিঁধে বিঁধে যেন সুরথ বুকে,
চারিবার তাকে করিয়ে বিফল
সুরথ আঘাত করিল রুখে।

এই মুখ' মুখি, পিছু হঠে পুন,
রক্তেরক্ত অসি সমুখে ধরে;
টুটে বল তবু অটল উভয়ে,
দ্বিগুণ ভীষণ বিফল তরে।

ঐ না স্বরথ পড়িল এবার ?—
  হাতের কৃপাণ পড়িল খসি,
অন্তিম নিশ্বাস পড়িল তাহার—
  বুকেতে রতন বিঁধেছে অসি।

অবসন্ন রাণা বিক্ষত শরীর
  সেও মাটী পরে পড়িল শুয়ে ;
শেষ বলটুকু গিয়াছে তাহার,
  সহজে স্বরথ পড়েনি ভূঁয়ে।

শোণিত লহরী উঠিছে ঝলকি
  নিদানে আঘাতে চেতনা হারা,
দেখিল অলকা দেখিল সকলি
  চেতনা বিহীন পাগল পারা।

পারিল না আর, পারিল না আর,
  অটল মাথাটি হইল নত,
ক্ষণেক তবুও রহিল দাঁড়ায়ে
  বোঁটায় নোয়ান কমল মত।

ধীরে ধীরে খুলি বুক হতে অসি
  বারেক তাহারে দেখিয়া লয়ে,
চুম্বিল আবার অধীরে যতনে
  কত ভাব গেল নিমেষে বয়ে।

"তোরি সনে অসি পরিণয় মোর
জানিনে তোছাড়া কাহাকে আমি,
স্বামীরূপে তোরে হৃদয়ে ধরিয়ে
কেটেছে দুখের দিবস যামী।

চিরদিন তরে আছিনু তোমারি,
চিরদিন তরে থাকিব তোরি,
বিবাহ হোয়েছে তোর সাথে অসি,
মরিবও তোরে বুকেতে ধরি।—"

তখনি সে বালা অনন্ত হৃদয়া
বুকেতে বিঁধে সে খড়্গ আজ,
শূন্য দেশ হতে তারাটির মত
পড়িল যুগল পতির মাঝ।

অভাগিনী।

(১)

"শুধু দুদিনের তরে প্রবাসে যেতেছি, ওরে,
হাসি মুখে, প্রিয়তমে, দাওলো বিদায়,
প্রেয়সি রে, জান নাকি অশ্রুময় ওই আঁখি
দেখিলে প্রতিজ্ঞা পণ চূর্ণ হয়ে যায় ?

দামিনি, তোরি না তরে যেতেছি লো দেশান্তরে
ছাড়িয়ে জনমভূমি, প্রিয় পরিজন,
প্রাণ হতে প্রিয়তম, সুখের প্রতিমা মম,
প্রাণের সর্ব্বস্ব তোরে, ক'রে বিসর্জ্জন ?"—

বলিয়ে একথা শোকাকুল মনে
যুবক একটি কুটীরবাসী—
—ভূমি হতে ধীরে তুলি দামিনীরে
মুছাইল অশ্রু সলিল রাশি।

উথলিত আঁখি কুয়াসা জড়িত,
আকুল পরাণে দারুণ ব্যথা—

কহিল দামিনী বাধ' বাধ' স্বরে
স্বামীর হৃদয়ে রাখিয়ে মাথা।—

"অভাগী মিনতি করি বলিছে চরণে ধরি
যেওনা, যেওনা একা ফেলিয়ে আমায়,
কি কাজ ঐশ্বর্য্য সুখে?—তোমারে পাইলে বুকে
অলঙ্কার রত্ন ধন অভাগী না চায়।

ধন-পরিজন-আশ, অমর ভুবনে বাস,
রাজ-রাজেশ্বরী হ'য়ে চমকিতে সবে,
না গো, না, বাসনা নাই, শুধু এই টুকু চাই
দুখিনী তোমার দাসী, সকলেই কবে।

সুখ না থাকিলে মনে, কি কাজ সম্পদ ধনে?
তোমাকে ছাড়িয়ে কিসে থাকিবে পরাণ?
তুমি যে আমার স্বামী, কিছু নাহি চাহি আমি,
কুটীরই তোমার সনে প্রাসাদ সমান।

দরিদ্র বলিয়ে যবে অপমান করে সবে
তাহাতে এমন কেন হওগো কাতর?
সুখী আমাদের মত দেবতা ও নহে এত,
কি সুখের আশে তবে যাবে দেশান্তর?"

বলিতে বলিতে লতাটির মত
[illegible] পড়িল কোলে।

বিষাদ-গম্ভীর অটল যুবক
কহিল মাথাটি রাখিয়ে কোলে ;— ।

"কেন, প্রিয়ে, বার বার ও কথা বলিয়ে আর
ভাঙ্গিতে চাহিছ মম কঠোর এ পণ ?
প্রাণের পরাণ সম এক সাধ আছে মম—
তোমাকে পরাব প্রিয়ে রত্ন-আভরণ।

জাননা, জাননা, কিরে, মরমের শিরে শিরে
দারুণ আঘাত কি যে লাগে লো আমার—
—যখন দরিদ্র ব'লে লোকে উপহাস ছলে
ঘৃণার ভ্রুকুটি হানে হৃদয়ে তোমার ?

জলন্ত অনল জ্বালা সহিব, তা চেয়ে বালা,
সেই উপহাস হাসি অসহ্য যে মম,
চলিনু, চলিনু, ওরে, বিদায় দেহ গো মোরে,
তোর অপমান বাজে অশনির সম।

যেখানে সেখানে থাকি তোমার মুখানি, সখি,
এ হৃদে জলন্ত ভাবে রবে অনুক্ষণ,
ভাবিয়ে ও অশ্রু জল দ্বিগুণ পাইব বল,
সাধিব আপন কাজ করি প্রাণ পণ।

আজিকে দেবতা করে সঁপিয়ে চলিনু তোরে,
রাখুন কুশলে প্রিয়ে তোরে দেবগণ,

সফল হইয়ে পুন আবার আসিব, শুন,
আবার দেখিয়ে তোরে জুড়াব জীবন।"

ফুরিল না কোন কথা দামিনীর,
নয়নে না আর বহিল ধারা,
যাতনা ব্যথিত নীরব নয়নে
চাহিয়ে রহিল পাথর পারা।

উথলিত জল যতনে সামালি,
পাষাণে বাঁধিয়ে হৃদয় জ্বালা,
বিষাদে জড়িত আধ' ফুট স্বরে
বলিল তখন দামিনী বালা ;—

"চলিলে প্রবাসে তবে, হৃদয়ের ধন,
শূন্য করি অভাগীর হৃদি প্রাণ মন ;
যাও, তবে যাও, সখা, হয় তো এ শেষ দেখা,
এ বিদায় হ'ল বুঝি জন্মের মতন।

লভিয়ে সৌভাগ্য কান্তি পাবে যথা সুখশান্তি,
যাও তবে, প্রিয়তম, সুদূর সেখানে,
আজিকে হৃদয় খুলে উপহার অশ্রু জলে
দুখিনী বিদায় দেয় সরবস ধনে।

অভাগিনী অনাথিনী রহিল যে একাকিনী
মনে রেখো এই টুকু ধরি গো চরণে,

প্রণয় কুসুমে গাঁথা বিগত সুখের কথা,
আমোদ উল্লাস মাঝে ক'র' তবু মনে।

না, না, নাথ, সুখে থেক,' মনে রাখ নাই রাখ
তোমারি স্মরণে জেনো রাখিনু জীবন,
তোমারি তোমারি ধ্যানে রব অনুক্ষণ।",

কাঁপায়ে ঘুমন্ত নীরব মেদিনী,
কাঁপায়ে নিস্তব্ধ নিশীথ প্রাণে,
কাঁপায়ে দারুণ আঘাতে হৃদয়,
পশিল এ কথা যুবার কানে।

উপরে বিস্তৃত আকাশ সাগরে
সুধাকর দিল সহসা দেখা,
আঁধার-মাখান দামিনীর মুখে
পড়িল একটি উজল রেখা।

আলোকে ছাইল পৃথিবী আকাশ,
আঁধারে ছাইল পরাণ মন,
ভাঙ্গিয়ে কোমল দামিনীর হৃদি
প্রবাসে চলিল হৃদয় ধন।

(২)

আঁধারে কিছুই নাহি যায় দেখা
অসীম আকাশ ছাড়া,
দিগন্তের কোলে মিশিছে আকাশ
আকাশের কোলে তারা।

অনন্ত আকাশে অনন্ত আঁধার
অনন্ত তারকা তাতে,
আঁধারের ঘটা দ্বিগুণ বাড়ায়ে
ঈষৎ ঈষৎ ভাতে।

হোথায় কে বালা তারাটির পানে
রাখিয়ে নয়ন তারা
বসিয়ে একা এ ভীষণ নিশাথে
বিষাদ প্রতিমা পারা।

পাংশু বদনে অমানুষি ভাব
জীবন নাহিক তায়,
প্রশান্ত নয়নে নাহিক পলক
জ্যোতিও নাহিক ভায়।

হাতটির পরে রয়েছে কপোল,
এলো থেলো চুল গুলি,
নিরাশার ছবি পাথরে কে এঁকে
ফেলে গেছে যেন ভুলি।

মৃদুল মৃদুল নিশীথ সমীর
ভাঙ্গিছে যেন সে ভুল,
ধীরে ধীরে কভু দোলাইছে আসি
নিবিড় সে এলো চুল।

ভয়ে ভয়ে বায়ু ছোঁয় সে মূরতি
ছুঁইতেও কাঁপে ডরে।
পাছে তার সেই কঠোর আঘাতে
চুল গাছি যায় স'রে।

কি স্থির গম্ভীর, কি প্রশান্ত ভাব,
কি স্বর্গীয় সেই ছবি!
কল্পনা তাহারে না পারে ছুঁইতে
চমকিয়া যায় কবি।

হাতটির পরে রয়েছে কপোল
নয়ন উপরে তোলা,
মধুর ছুখানি অধর পল্লব
ঈষৎ ঈষৎ খোলা।

কি যেন কি ভাবে হইয়ে মগন
চাহিয়ে তারকা পানে,
কহিছে কি কথা আপনার মনে
আপনি তাহা না জানে।

সহসা জ্বলিল সে শান্ত নয়ন
নড়িল পাষাণ বালা,
ভাবিতে ভাবিতে মুখ নত ক'রি
নেহারিল গাছ পালা।

বারেকের তরে মুখ ফিরাইয়ে
হেরিল চারিটী ধার?
সেই সে কুটীর, সেই বন স্থল
দেখিল একটি বার।

কতদিন ধরে শূন্য এ কুটীর
শূন্য এ হৃদয় মন,
কত দিন হতে রহেছে আশায়
এলো না হৃদয় ধন।

অভাগিনী তবে কেনগো এখনো
বাঁচিয়ে রহেছে আর?—
পাষাণ ভেদিয়া দুই এক ফোঁটা
পড়িল নয়নাসার।

স্বামী বই যার সুধাতেও কেহ
নাহি এ জগত মাঝ,
জনম দুখিনী দামিনীর প্রতি
তিনিও নিদয় আজ?

তবে, কেন তবে বাসিলেন ভাল,
ভুলিয়া যাবেন যদি,
তখনি কেন না দলিলেন তারে
সঁপেছিল যবে হৃদি ?

ছেলে বেলা হতে কেঁদে কেঁদে শুধু
জীবন কেটেছে যার,
কি ভাই, ভগিনী, সহচরী, কেহ
ভাল তো বাসেনি আর।

মুহূর্ত্তের তরে কে বলিল তাঁরে
ঘুচাতে তবে সে জ্বালা ?
কেন দয়া করি সে দেবতা দিল
অকুল পাথারে ভেলা।

সেই সে বাল্যের নিরাশা সাগর
উঠিত যাতনা ঢেউ,
একা ভাসি ভাসি চলেছিল বালা
ছিল না কোথাও কেউ।

আজীবন ধরে ভাল বেসে যেগো
জানিত না প্রতিদান ;
কাঁদিতেই শুধু জনম যাহার,
যাতনাই যার প্রাণ ;—

সেই অভাগিনী জনম দুখিনী,
জীবন্‌ই যাহার দুখ,
স্বপনের মত সে পোড়া কপালে
কেন বা ঘটিল সুখ?

রোগীর অন্তিম হাসির মতন,
মেঘেতে বিজলি মত,
মরিতেই বুঝি, নিমেষের তরে
দুখিনীর সুখ এত!

কাতর নয়নে মুখ খানি পুন
আকাশে তুলিল বালা,
কি যেন কি কথা বলিবার তরে
নেহারে তারকা মালা।

কিন্তু ফুটি ফুটি ফুটিল না মুখ,
হেরিল চারিটি ধার,
দেখিল বালিকা কেহ নাই কোথা
শুনিবারে কথা তার।

একটি আঁধার আবরণে শুধু
চারিদিক আছে ঘেরি,
মাঝে নিভে নিভে জ্বলিছে জোনাকি
সে আঁধার কায়া বেড়ি।

তখন সাহসে ভর করি, কথা
কহিতে তারকা সনে,
ভয়ে ভয়ে ধীরে খুলিয়ে মুখানি
কহিল আপন মনে ;—

"হৃদি খুলি আজ দুখের কাহিনী
তোমায় বলিব তারা,
গুমরি গুমরি আর যে পারি নে—
হৃদয় শ্মশান পারা।

কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে এত তো খুজিনু
সখী না একটী পেনু,
কেউ না শুনিল এ দুখের কথা
তোমার নিকটে এনু।

কি গভীর দুখে হৃদি ফেটে যায়
তোমায় বলিব আজ,
তুমিও কি তারা বুঝিবে না তাহা
হাসিবে হৃদয় মাঝ ?

বল, বল তারা তুমিও এ দুখে
পাবে না কি তিল ব্যথা ?
তুমিও কি শুধু হাসিবে গোপনে
শুনিয়ে আমার কথা ?

ভালবাসা পেয়ে হৃদয় লইয়ে
করিবে খেলেনা তায় ?
উপেখিবে তারে চরণে দলিয়ে
বল'গো তুমিও, হায় !"

বলিতে বলিতে মুছি অশ্রু, পুন
হেরিল তারকা রাশি,
দেখিল জ্বলিছে মৃদু মৃদু তারা,
হাসিছে আলোক-হাসি।

থামিল, আর না বলা হোল তার,
সে হাসি বাজিল বুকে,
"দামিনীর দুখে তুমিও তারকা
হাসিলে মনের সুখে !

তুমিও হলেনা মমতা করিয়ে
ব্যথার ব্যথিনী তার ?
তুমিও কি তারা সুখী হলে দেখি
তাহার যাতনা ভার।"

সহসা অমনি দেখিল বালিকা
তারাটি পড়িল খসি,
দেখিতে দেখিতে দিগন্তের কোলে
কোথায় লুকাল বিশি।

দেখিতে দেখিতে কত শত ভাব
বহিল হৃদয় দিয়া,
কতই ভাবিল নীরবে দামিনী
ব্যথিত আকুল হিয়া।

"ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র দুখিনী দামিনী
ক্ষুদ্র সে তারাটি হতে,
অনন্ত জগৎ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তম
বালির কণিকা তাতে।

কেন এ বালিটি শূন্যে না মিশায়
খসে না কেন এ তারা?
কাঁদিতেও যার নাহি একজন
কেঁদেই যেজন সারা?

স্বজন এই যে সমাজ হেথায়
বিজন শ্মশান প্রায়,
গাঢ়তম ধূমে আচ্ছন্ন চৌদিক,
কিছুই না দেখা যায়।

কোলাহল মাঝে কি শূন্যতা ভাব!
চিতার গর্জ্জন সম—
—কোলাহলে শুধু বাড়ে ভীষণতা,
বাড়ায় শূন্যতা মম।

অমার নিশীথে তারা দল যথা—
বাড়ায় আঁধার ঘোর,
বাহিরের আলো দ্বিগুণ দ্বিগুণ
আঁধারয়ে হৃদিমোর।

তবে কেন, কেন, কিসের আশায়
আটকি রেখেছি প্রাণ,
তবুও এখনো কিসের সাহসে
করি সব ছার জ্ঞান ?

সেই সে আমার হৃদয়-রতন
সকল ভরসা স্থল,
দুখিনীর এক দুখনিবারণ
অবলার চির বল ;—

তাঁর প্রণয়িনী যদি এ দামিনী,
কে সুখী তাহার মত,—
এ কথা ভাবিয়ে কাটাব জীবন,
পড়ুক অশনি শত।

একসূত্রে বাঁধা দুইটি জীবন,
মরমে মরম গাঁথা,
ভুলেছে সে মোরে ?—কখনো তা নয়,
কিসের মরম-ব্যথা ?

কিন্তু কেন তবে এলোনা এখনো,
আমার হৃদয় ধন ?
কোথায় আজিকে এ ঘোর নিশাথে
রহেছে রাখিতে পণ ?

কবে বা আসিবে ? আসিবে কি আর ?—
এমনি কাটিবে একা ?
হয় তো আমার এ জনমে আর
হোলো না তাঁহারে দেখা।

হয় তো তাঁহার ফিরিবার আগে
দুখিনী রহিবে ম'রে,
এই ঝাউ তলে থাকিব ঘুমায়ে
অনন্ত ঘুমের ঘোরে।

প্রাণেশের প্রিয় এই গাছতলে,
এই এ কুটীর ধার,
চির অভাগিনী দামিনী বালিকা
হইবে ধূলিকা সার।

দেহ চিহ্ন মাত্র থাকিবে না ক্রমে
সকলি হইবে শেষ,
যখন প্রাণেশ সাধি নিজ কাজ
ফিরিবে আপন দেশ ;

যখন আমার রাজেশ্বর-পতি,
মরমে পাইয়ে ব্যথা,
রুদ্ধ নিশ্বাসেতে শূন্যে শূন্যে চাহি
সুধাবে আমার কথা।

আকুল হৃদয়ে খুঁজিবে চৌদিক
"দামিনি, দামিনি" ক'রে,
আছে কি গো আর দামিনী তাঁহার,
আসিবে হরষ ভরে?

তখন কে তাঁরে উত্তরি কহিবে,
'ওই ও গাছের ধার,
চির অভাগিনী দামিনী তোমার
হয়েছে ধূলিকা সার।'

কে তাঁহারে তবে উত্তরি কহিবে
'তোমারি পথের পানে,
চাহিয়া চাহিয়া ত্যজেছে পরাণ
দামিনী তোমারি ধ্যানে।

যাহারি লাগিয়ে দেশ তেয়াগিয়ে
পশিলে প্রবাসে, হায়!
যাও, হে পথিক, খুজিয়াও আর,
ফিরিয়া পাবে না তায়।'

অমনি আবার উর্দ্ধকণ্ঠে নাথ,
ডাকিবে "দামিনি" বোলে,
প্রতিধ্বনি শুধু উপহাসি তারে
ধ্বনিবে আকাশ তলে।

ভাবিতেও আর পারিল না বালা
নীরব কটাক্ষ স্থির,
উথলিয়ে চোকে বহিল কেবল,
জ্বলন্ত অনল-নীর।

---

(৩)

নিরাশার ঘোর যাতনা আঁধারে
কেটে গেছে কত বরষ মাস,
আজ দামিনীর সে নিশা প্রভাত
বিকাশিছে মুখে হরষ হাস।

আসিবেন নাথ লিখেছেন লিপি
পড়িছে যতনে শতেক বার,
আঁখিজলে কভু ভিজাইছে তারে,
প্রতি কথা কভু চুমিছে তার।

উলটি পালটি আবার পড়িছে
  আবার ভাবিছে কতই কথা—
কখন' অধরে খেলিছে হাসিটি
  কখন' লাগিছে সুখের ব্যথা !

পড়ি, পড়ি, লিপি, গণি দণ্ড পল,
  রোগীর অনন্ত কালের মত—
—কত ক'রে শেষে আসিল রজনী
  দিবস ক্রমেতে হইল গত।

এখনি, এখনি আসিবেন নাথ—
  দামিনীর হৃদি হরষে ভরা ;
যাহা দেখে এবে সকলি নতুন,
  হাসিছে হরষে স্বরগ ধরা।

সাঁজের আকাশে তেমনি করিয়া
  জ্বলিল আবার সাঁজের তারা,—
যেটি জ্বল-জ্বল জ্বলিত সেকালে,
  দু'জনে দেখিত আপনা হারা।

তেমনি করিয়ে সরসীর বুকে
  ঢ'লে ঢ'লে পড়ে লহরী-মালা,
তেমনি হরষে মলয় সমীর
  লতা পাতা চুমি করিছে খেলা।

পূর্ণিমার চাঁদ উঠিল আবার
বাগানে বাগানে জোছনা ঢেলে ;
সারাটি বাগান খুঁজিল দামিনী
ফুল-সাজে পুন সাজিবে ব'লে ;

কিন্তু কই, হায় ! কোথায় কুসুম,
সাধের বাগান এমন কেন ?
কই সে ফুটন্ত গোলাপের রাশি,
কেন গাছগুলি শুকানো হেন ?

সে বিলাসী-জুঁই তার দশা এই ?
পড়েছে সে গাছ মাটীর পরে ;
মালতীর লতা ভূঁয়েতে লুটায়,——
কোন্ নিরদয় ছিঁড়েছে তোরে ?

বারমাস ঐ ফুটিত মল্লিকা,
আজি ওতে নাই একটি কলি ;
পাতায় পাতায় বসতি কীটের,
গুণ গুণ ভুলে করে না অলি।

না মিলিল খুঁজি একটি কুসুম,
দামিনী বসিল হতাশ হৃদি,
ফুলময়ী সাজ হ'ল না তাহার,
ভাল বাসে যাহা হৃদয়-নিধি।

সহসা দেখিল পাতার ভিতরে
ছোথায় ভ্রমরা যেতেছে উড়ি ;
একটি শাখায় উঠিয়াছে পাতা,
নতুন পাতায় একটি কুঁড়ি।

তুলিয়ে কুঁড়িটি পরিল খোঁপায়,
কবরী বেঁধেছে এলান কেশে,
নয়নের পাতে এঁকেছে কাজল,
সেজেছে কেমন দেখিছে হেসে।

মুকুরে মুখানি দেখিছে আপনি,
আপনি হাসিছে সরম-হাসি ;
সাজ সজ্জা এই দেখিয়ে না জানি
বলিবেন কিবা প্রাণেশ আসি।

সাজ সজ্জা করি করি, প্রহরেক বিভাবরী
না জানি কেমন করি কোথা দিয়ে গেল,
ক্রমে হ'ল' দ্বিপ্রহর, নিরদয় প্রাণেশ্বর
তবুও, তবুও কেন এখনো না এল ?

অভিমানে ঢল ঢল, আঁখি দুটি ছল ছল,
এলায়ে ফেলিল বালা বদ্ধ কেশ পাশ,
বিলম্ব করিছে পতি, অভিমানে তার প্রতি
মানময়ী, মুখে আর না বিকাশে হাস।

একেলা নিভৃতে বোসে, আঁচল পড়িছে খ'সে
 পড়ে সেই চিঠিখানি পাগলিনী প্রায়,
শুকায়েছে ওষ্ঠাধর, হৃদি কাঁপে থর থর,
 হাতের সে লিপিখানি কেঁপে কেঁপে যায়।

উথলিত আঁখি জলে কত ভাবি, হৃদিতলে
 হৃদয়ের চিঠিখানি রাখে পুন রায় ;
মরমে মরম ঢাকি, আঁধারে জোছনা মাখি,
 কুহকী আশায় ডাকি আপনা ভুলায়।

আসিবার কাল, হায়! ক্রমে উতরিয়ে যায়
 কইগো, কইগো এল হৃদয়েশ তার ?
সাজ সজ্জা ম্লান করি পোহাল তো বিভাবরী,
 ঐ তো নিঠুর উষা উদিল আবার।

ঐ পিক দেয় সাড়া, ফুটেছে প্রভাত তারা,
 শুক তারা আর এবে সুখের তো নয়,
দামিনী দুখিনী বালা, হৃদয়ে দারুণ জ্বালা,
 নয়নে অনল-ময় অশ্রুধারা বয়।

রুদ্ধশ্বাস রাশি ভার ভাঙ্গিছে হৃদয় তার,
 নিরাশ-পরাণ মন বিদলিত প্রায়।
তার মাঝে মাঝে তবু চমকিয়ে যায় কভু
 আশার বিজলি ছটা এখনো তাহায়।

হেন কালে ঐ শুন কি শুনিল বালা পুন ;—
"ডুবেছে সাগর তলে সেই তরীখানি।"
কিছু আর, কিছু আর গেলনা শ্রবণে তার
মরিল বাঁচিল কিবা কিছুই না জানি।

* * * * * *

সহসা উন্মত্ত স্বরে, "দামিনি, দামিনি" ক'রে
কে যুবক রুদ্ধশ্বাসে আসিছে ছুটিয়া ?
দামিনী আছে কি আর উত্তর করিতে তার
হোথা অচেতন বালা ভূমিতে লুটিয়া।

অজ্ঞানে শতেক বার চুমিয়া মুখানি তার
আবার উন্মত্ত যুবা কাতরে বলিল—
"দামিনি, দামিনি মোর, এসেছে বিপিন তোর;'
বালার নিভান হৃদি ঈষৎ জ্বলিল,

নিমীলিত আঁখি ছুটি ঈষৎ উঠিল ফুটি,
কি কথা বলিতে যেন খুলিল অধর,
ফুটিল না কথা আর, নয়নে বহিল ধার,
নিস্পন্দে রহিল চেয়ে মুখের উপর।

নিভিল নয়নে ভাস, পড়িল অন্তিম শ্বাস,
শোভিল হাসির ধার দামিনীর মুখে।
ফুরাল' সকল জ্বালা, ঘুমায়ে পড়িল বালা—
যুবক রহিল ধরি দামিনীরে বুকে।

সম্পূর্ণ।

OPINIONS OF THE PRESS.

দীপনির্ব্বাণ।

We have no hesitation in pronouncing this book to be by far the best that has yet been written by a Bengali lady, and we should no more hesitate to call it one of the ablest in the whole literature of Bengal.

CALCUTTA REVIEW.

ছিন্নমুকুল।

Another good book is before us—*Chinna Mukul* a Novel by the authoress of *Dip Nirban* and *Basanta Utsab.* The workmanship throughout is exactly what might be expected from so able a literary artist. It is a pleasant transition to nature and fancy—to the calm and placid sweetness of Indian home life from the din and bustle of war, the gorgeous magnificence and heroic grandeur of the ancient Rajput Princes of *Dip Nirban.* A deep shade of Tragedy pervades the whole of the book, giving its color to more than one of the principal characters broken in here and there by a faint glimmer of Incidental comic scenes which instead of relieving the senses, serves to thicken the gloom around. The

dialogues are well sustained. The style is, as is characteristic of this writer, chaste, clear, sweet, and vigorous. The book is interspersed with many charming little songs, all of which, it is a pity, are not set to tune. Almost all the characters are exteemely natural, especially Kanak the heroine of the story. She is an admirable portrait of self-sacrifice and disappointed love. Instances of such grand woman heroism and abnegation of self liberate the fancy and gladden the heart. The character of Promod, her selfish brother, has hardly been less cleverly drawn. It is not difficult to find original of such characters in this cold, calculating world. Niraja, the other female character, thrives well up to a certain point, and then dwindles into insignificance in the greater interest which one feels for Kanak.

The pages that described the conflict of feelings in Kanak's mind, obedience to her brother and guardian on the one side and the dictates of an all-absorbing love on the other, constitute an interesting reading, and are sure to give the book in which they occur a respectable place in Bengali fiction.

INDIAN MIRROR.

বসন্ত-উৎসব।

Bnsanta Utsab * * * has here and there, passages of such intrinsic poetic beauty and natural worth that we have little doubt it will make its way to every lover of Bengali literature. The songs in pp. 8, 21, and 33, and especially the one in dedication, are truly poetic, and have an exquisitely delicate touch. There is no melodrama in Bengali, that we know of, which is so thoroughly chaste and sweet, so rich in charms of Poetry, and, therefore, none so well calculated to improve the taste of the play-going public. We have little hesitation in declaring that it will, at no distant date, revolutionize the existing style of opera-writing in Bengali by giving it a healthy tone and moral vigour which it so much wants. As we read it, its morning freshness and lyrical sweetness steal upon us, and we feel as if we were in a " bubble of visionary happiness," unruffled by the tempests blowing without. We cordially recommended it to the reading public, and sincerely congratulate the author on her very excellent production. We shall be glad to see it in the hands of every reader of Bengali literature.

We hear the author is a lady of a very respectable Bengali family of Calcutta. It is customary to make some relaxations of strict critical canons in favour of lady writers. We are not inclined to countenance such partiality, nor is there any necessity for it in the

present case. *Basanta Utsav* can stand upon its own merits.

INDIAN MIRROR.

This charming little work is, we understand, the production of a Bengali lady, otherwise known as the authoress of *Dip Nirban* It has an immense interest for us. Written by a lady belonging to an illustrious family in Bengal, it shews, in the clearest manner possible, the many advantages to be derived from a superior order of mental training among females.

The number of operatic pieces in Bengali is small, much less the number of good and readable ones. The flirtations and amorous expeditions of the redoubtable Krishna have afforded ample food to a number of opera writers, the songs for the most part being lifeless if not void of some meaning. But here we have a work containing a number of exquisite songs. The scenes are all well conceived. And we are of opinion that its production is a marked indication of a cultivated mind and refined taste, so rarely to be met with in the ordinary run of Bengali operas. We may venture to say *Basanta Utsav* is the *best of its kind* in the Bengali language. The song serving as dedication, *Lila's* songs of despair and disappointed love, and those of *Sangit* and *Kabita* have a charming effect upon the reader. The third scene, Act I. which

brings us to the temple of *Maya Debi* with *Udasini* absorbed in prayer is exquisitely grand. And we can well conceive what a telling effect it will have on the audience if properly managed. From what we have said above, we have no hesitation in asserting that *Basanta Utsav* is a work of intrinsic merit and that it differs widely from other works of its class in its superior moral tone and purity of sentiments and expressions. We heartily wish it may have an extensive circulation.

BRAHMO PUBLIC OPINION.

আজকাল বঙ্গভাষায় বিশুদ্ধভাবপূর্ণ গীতিনাট্য অতি বিরল। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, মানভঞ্জন ইত্যাদি পুরাতন গল্প লইয়া যে সকল গীতিনাট্য রচিত হইয়াছে তাহাতে বঙ্গবাসিদের রুচি যে অত্যন্ত দূষিত হইয়া পড়িতেছে তাহা বলা বাহুল্য। বসন্ত উৎসব এরূপ সুরুচিনিন্দিত গীতি নাট্য নহে। ইহার কবিতাগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ ভাবে পরিপূর্ণ। সখীদের ফুলতোলা, লীলার নৈরাশ্য, শোভার ভালবাসা, উদাসিনীর মন্ত্রতন্ত্র অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা এই সুন্দর গীতি নাট্যখানির উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিতে অপেক্ষা করিতেছি।

নববিভাকর।

মালতী।

It is a sweet short story simply told. It is gratifying to see that the talented authoress does not allow her powers to remain idle.

INDIAN MIRROR.